বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

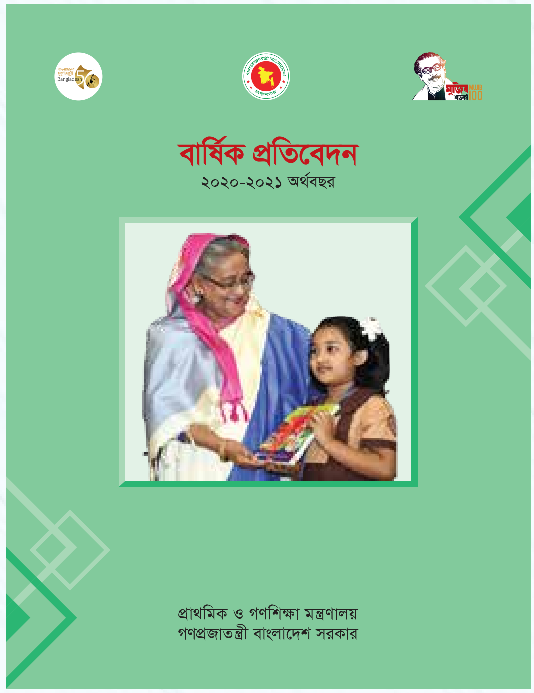

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মোঃ মোশাররফ হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট)
শাহনাজ সামাদ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

প্রকাশক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

১৪ নভেম্বর ২০২১

স্বত্ব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১১১ নয়াপল্টন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০

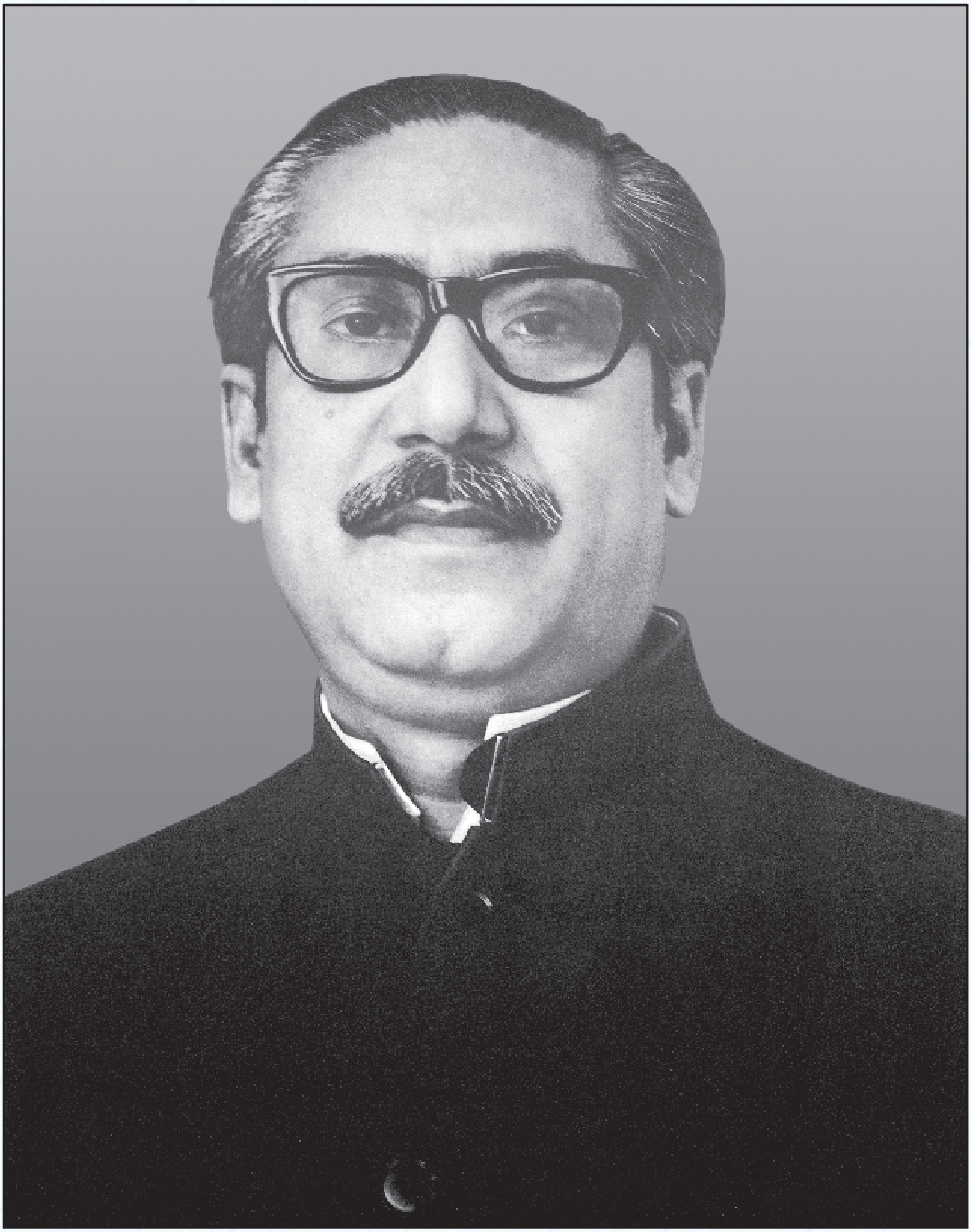

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত বছরের কার্যক্রমের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,০৫,৬১৬ জন শিক্ষকের চাকুরী সরকারিকরণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং মায়েদের মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছানো, শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করার পাশাপাশি আরও অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পরার হার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে।

জাতির পিতা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। একটি মেধাবী ও সুশিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে; এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন সবার কাছে সমাদৃত হোক এ প্রত্যাশা রইলো এবং এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

(মোঃ জাকির হোসেন, এমপি)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১.০	সূচনা	১৫
১.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১৫
১.২	প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
১.৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	১৬
১.৪	'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৭
১.৫	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম	১৯
১.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২০
১.৭	প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র	২০
১.৮	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীসংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)	২১
১.৯	প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীসংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)	২২
১.১০	শ্রেণিভিত্তিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি তথ্য (২০২০)	২২
১.১১	গ্রস (Gross) ও নিট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০২০)	২২
১.১২	ঝরেপড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার	২৩
১.১৩	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	২৩
১.১৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার	২৪
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	
২.০	পটভূমি	২৬
২.১	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	২৬
২.২	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম	২৭
২.৩	এক নজরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি	৩০
২.৪	SLIP (School Level Improvement Plan) ও UPEP (Upazela Primary Education Plan) কার্যক্রম	৩১
২.৫	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	৩১
২.৬	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি	৩১
২.৭	'ঘরে বসে শিখি' পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম	৩২
২.৮	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৩২
২.৯	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি	৩৩
২.১০	আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৩৩
২.১১	তথ্য ব্যবস্থাপনা	৩৪
২.১২	প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক কাজ	৩৪
২.১৩	এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম	৩৪
	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.০	ভূমিকা	৪৫
৩.১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা	৪৫
৩.২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	৪৫
৩.৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলি	৪৫
৩.৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)	৪৬
৩.৫	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৪৬
৩.৬	বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন	৪৯
৩.৭	আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রাজস্ব খাত)	৫০
৩.৮	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কোভিড-১৯ সময়কালীনসহ)	৫০
৩.৯	মনিটরিং কার্যক্রম	৫০
৩.১০	তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫০
৩.১১	ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি	৫০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
৩.১২	জীবন-ব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি	৫০
	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)	
৪.০	ভূমিকা	৫৩
৪.১	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সাংগঠনিক কাঠামো	৫৪
৪.২	নেপ বোর্ড অব গভর্নরস	৫৪
৪.৩	নেপ বোর্ড অব গভর্নরস -এর সদস্যগণের তালিকা	৫৪
৪.৪	নেপ এর কর্মপরিধি	৫৫
৪.৫	অনুষদসমূহ	৫৫
৪.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন	৫৫
৪.৭	ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম	৫৬
৪.৮	এক নজরে নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (২০২০-২০২১)	৫৮
৪.৯	নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ	৫৮
৪.১০	প্রকাশনা	৫৯
৪.১১	মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	৫৯
৪.১২	মনিটরিং ও সুপারভিশন বিষয়ক	৬০
৪.১৩	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৬০
৪.১৪	উপসংহার	৬০
	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	
৫.০	ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা	৬৩
৫.১	ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬৩
৫.২	ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন	৬৩
৫.৩	ট্রাস্টের জনবল	৬৩
৫.৪	ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ	৬৩
৫.৫	ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রম	৬৪
৫.৬	সমাপনী পরীক্ষা	৬৪
৫.৭	বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি	৬৪
৫.৮	ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ	৬৪
৫.৯	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৬৪
৫.১০	২০২০-২০২১ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম	৬৪
৫.১১	শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম	৬৫
৫.১২	সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি	৬৫
৫.১৩	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৬৫
৫.১৪	২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণ	৬৫
৫.১৫	শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জন	৬৫
	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	
৬.০	ভূমিকা	৬৯
৬.১	উদ্দেশ্য	৬৯
৬.২	জনবল	৬৯
৬.৩	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৯
৬.৪	অর্গানোগ্রাম	৭০
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটি	

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(এপিএসসি ২০২০ অনুযায়ী)

ক্র: নং	বিষয়	সংখ্যা		
মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়				
০১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫,৫৬৬		
০২.	বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪,৮৪১		
০৩.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৫		
অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত				
০৪.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৭,১৯৮		
০৫.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,০০৫		
০৬.	ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫,৮৮২		
০৭.	কিন্ডার গার্টেন	২৯,৮৯৭		
০৮.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৪,৬১৯		
০৯.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	৯,৫৯২		
১০.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩,১৯৭		
১১.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৩৩,০০২		
শিক্ষক		পুরুষ	মহিলা	মোট
১২.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৩১,৫৬৯	২,৩৫,৯১১	৩,৬৭,৪৮০
১৩.	অন্যান্য শিক্ষক	১,৬১,৯২৯	২,১১,০৬২	৩,৭২,৯৯১
১৪.	মোট শিক্ষক	২,৯৩,৪৯৮	৪,৪৬,৯৭৩	৭,৪০,৪৭১
শিক্ষার্থী		বালক	বালিকা	মোট
১৫.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৫৯,৩০,৫৬২	৬৪,৯১,২২০	১,২৪,২১,৭৮২
১৬.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৬,২৯,৬৭৮	৪৫,০০,২৩১	৯১,২৯,৯০৯
১৭.	মোট শিক্ষার্থী (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	১,০৫,৬০,২৪০	১,০৯,৯১,৪৫১	২,১৫,৫১,৬৯১
১৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৯,৬৩,৯৬০	১৯,৮৩,৮৯২	৩৯,৪৭,৮৫২
১৯.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১,১৩,৪১৯		
২০.	৬-১০ বছর বয়সি বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা	১,৬৭,৮৯,৫৭৭		
২১.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা	১,৬৪,২২,৬৮২		
২২.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা	৩,৬৬,৮৯৫		
২৩.	গ্রস ভর্তির হার	১০৪.৯%		
২৪.	নীট ভর্তির হার	৯৭.৮১%		
২৫.	ঝরে পড়ার হার	১৭.২০%		
২৬.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার	৮২.৮০%		
২৭.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
২৮.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
২৯.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		
৩০.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর পাশের হার	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

জাতীয় উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ অর্থনীতি ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রণীত সংবিধানে শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার মর্ম উপলব্ধি করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের নিকট একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তির প্রয়োজনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ হিসেবে এবং ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো একই সাথে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে এসডিজির লক্ষ্য পূরণে দৃঢ় প্রত্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য (SDG-4) হচ্ছে - "Ensure Inclusive and Eritable Quality Education and Promote Lifelong Learning for all." সে লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক (formal) এবং উপানুষ্ঠানিক (non-formal) শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি ভাগ্যহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী পথ-শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।

১.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নরূপ:

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

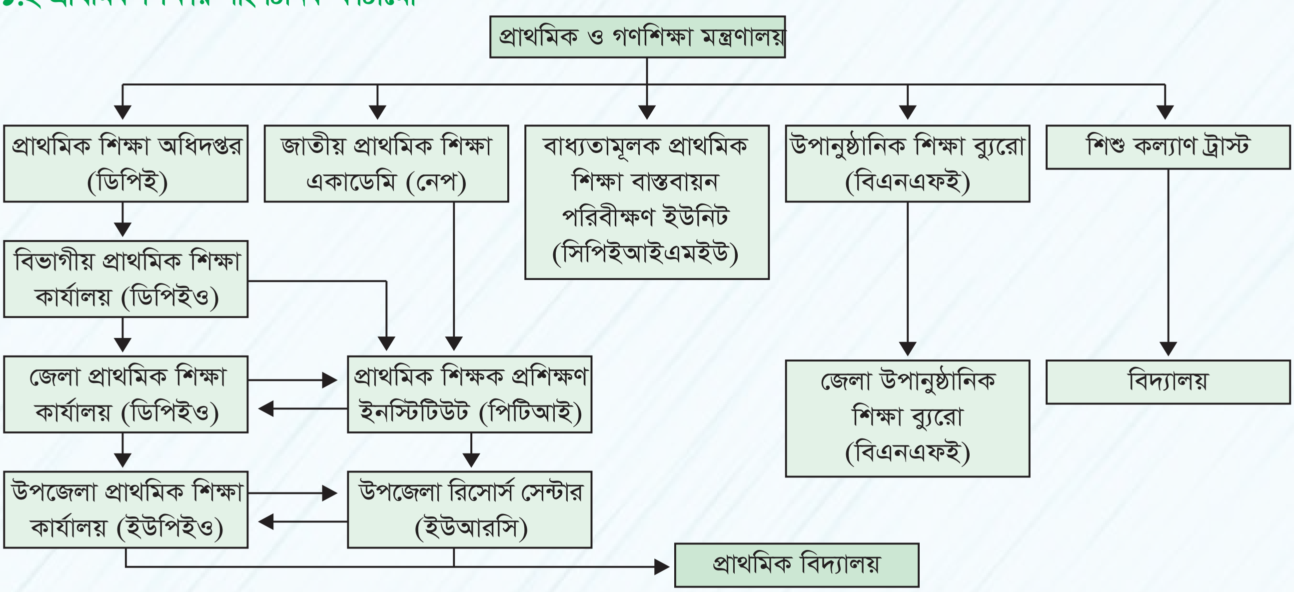

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি আইসিটি সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৪ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

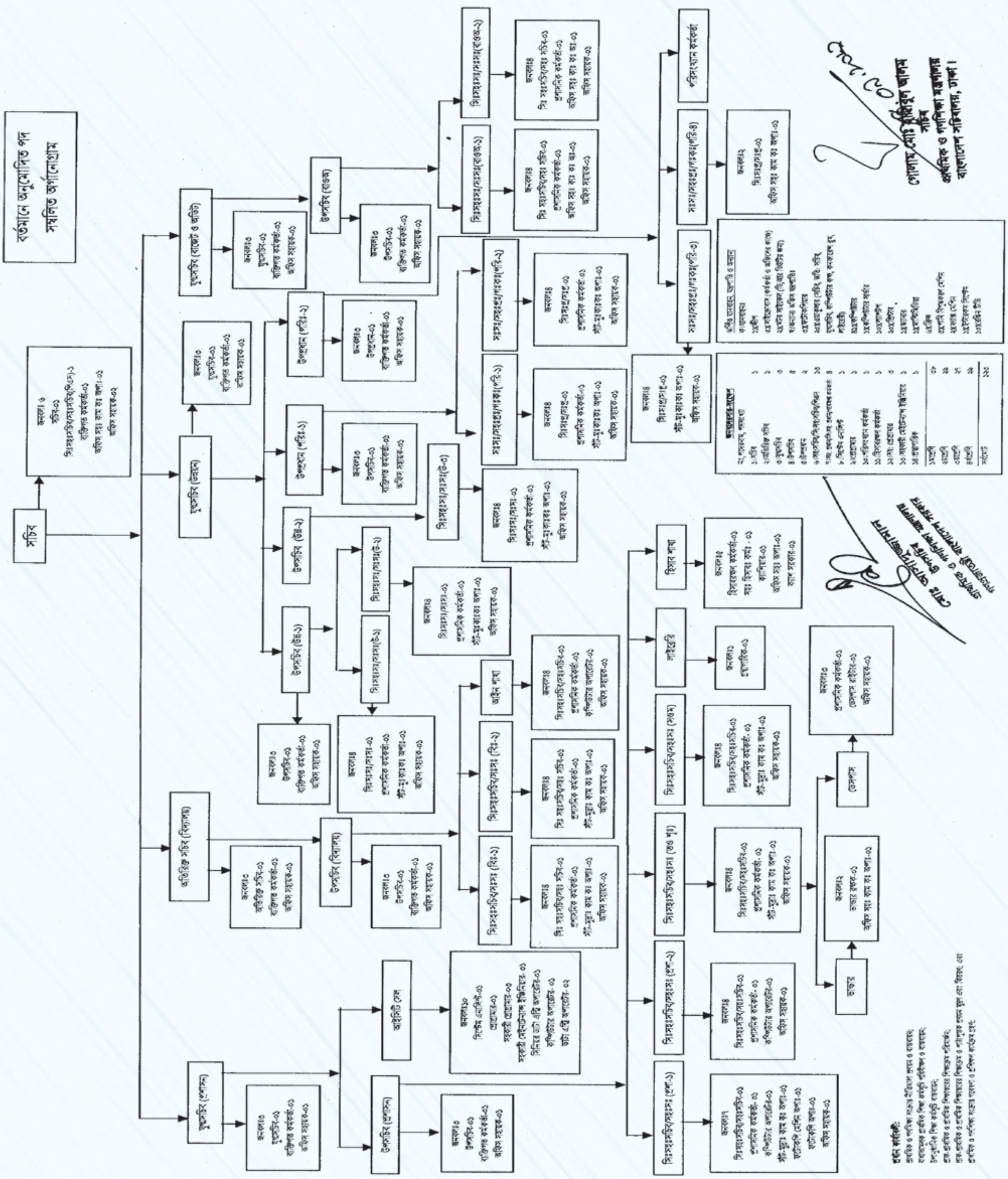

১.৪ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক	গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
১	"প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।	• "প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়। • গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে সেমিনারটি আয়োজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। • পরবর্তীতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। • স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি অনুশাসন মেনে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২	জাঁকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার আয়োজন করা হবে।	• বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ গত ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে শুরু করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ আয়োজন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এ টুর্নামেন্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হবে।
৩	বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এবং বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক অবদানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আগামী মার্চ অথবা এপ্রিল ২০২১ মাসে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০১৯ প্রদান করা হবে। • কোভিড-১৯ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনে অনলাইনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ এর আয়োজন করা হবে।
৪	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপানুষ্ঠানিক ব্যুরো সম্মেলন কক্ষে সীমিত পরিসরে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। • কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় যথারীতি আগামী ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বই বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অংশগ্রহণে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বই বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
৬	'মুজিববর্ষ' ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক কর্মসূচি এবং অর্জনসমূহের আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে।

ক্রমিক	গৃহীত কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা
৭	‘মুজিববর্ষ’ ব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজনের বিষয়ে সদয় অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা, জেলা, বিভাগ পর্যায়ে মা-সমাবেশ আয়োজন এবং ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় সমাবেশের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক মা-সমাবেশের আয়োজন করা হবে।
৮	‘মুজিববর্ষ’ ব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার’ কার্যকর করা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শের উপর শিশু কিশোরদের উপযোগী সিআরআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বই সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।	• শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে / প্রতিটি বিদ্যালয়ে “বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার” স্থাপন করা হবে, যেখানে এসআরএম ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শের উপর প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী বই, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নৈতিক শিক্ষা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের জীবনী সম্পর্কিত বই সংরক্ষণ করা হবে। • “বঙ্গবন্ধু” নামে বুক কর্নার স্থাপনের বিষয়ে “বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট”-এর অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।
৯	‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	• ইতোমধ্যে ১৮২১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনমাফিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০	‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘স্টুডেন্টস কাউন্সিল’-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হবে।	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘স্টুডেন্টস কাউন্সিল’-কে সম্পৃক্ত করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা হবে।
১১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হবে।	• জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে স্বতন্ত্র পেইজ তৈরি করা হয়েছে। ওয়েব পেইজটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।
১২	‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করা হবে।	• ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম চলমান আছে। • নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ২১ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
১৩	‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিস্তারিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম

নং	কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।	৬৫,৬২০টি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সৃজিত হয়েছে ৬৪,০৩৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ।
২	দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।	প্রতিটি বিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে দুইবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর অনুমোদন পাওয়া গেছে।
৩	প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর মেয়াদীকরণ।	ইতোমধ্যে ৭২৯টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৪	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০।	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩০,০০০ শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।	শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যালয় দৃষ্টিনন্দন প্রকল্প গ্রহণ ও সারাদেশে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৪০,০০০ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, পাহাড়ি এলাকায় ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯টি হোস্টেলের ব্যবস্থাকরণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিটি টয়লেট ও বিদ্যালয় ভবনে র‍্যাম্প ও তাদের চলার উপযোগী করে চলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৭	বিভিন্ন ধরণের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে একটি কমন ডিজাইন অনুসরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও, প্রয়োজন বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
৮	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালুকরণ।	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে।
৯	বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ।	বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি জোরদারকল্পে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় থেকে ৬৪টি জেলায় ৬৪জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
১০	শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি।	শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগবিধি যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি/ চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

১.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপোযোগী সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে উক্ত দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান তার উর্ধ্বতন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। একই সাথে চুক্তিভুক্ত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ফলাবর্তন প্রদান করা হচ্ছে। এতে সকল স্তরের দপ্তর/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষের প্রথমদিনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ৮২,৫০০ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিতভাবে উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ, রস্ক প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত ৭০,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮,১৪৭ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪,৭১৯ জন শিক্ষককে ডিপিএড প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪২,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ৬৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, ওয়াশবক্স নির্মাণ, ই-নথি বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাগ্রহণ, আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম ২০২০-২১ অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সকল স্তরে (মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা, কাজের স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল ও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৭ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক		এপিএসসি ২০১০	এপিএসসি ২০১৮	এপিএসসি ২০১৯	এপিএসসি ২০২০
1. No. of schools covered by APSC		৭৮,৬৮৫	১,৩৪,১৪৭	১,২৯,২৫৮	১,৩৩,০০২
2. Total Teachers	পুরুষ	২,০০,৭৪৩	২,৫৮,৭৫১	২,৩৯,১২৯	১,৩১,৫৬৯
	মহিলা	১,৯৪,৫৩৮	৪,২৬,৬৪৯	১,১৫,৫৯৩	২,৩৫,৯১১
	মোট	**৩,৯৫,২৮১**	**৬,৮৫,৪০০**	**৩,৫৪,৭২২**	৩,৬৭,৪৮০
3. Total Enroled Students (Grade I-V)	বালক	৮৪,৭৩,৯৬১	৮৫,৩৯,০৬৭	৮০,৭৫,৮৯২	৮৫,৯৬,২৮০
	বালিকা	৮৫,৬৩,১৩৩	৮৭,৯৯,০৩৩	৮২,৬০,২০৪	৯০,০৭,৫৫৯
	মোট	**১,৬৯,৫৭,৮৯৪**	**১,৭৩,৩৮,১০০**	**১,৬৩,৩৬,০৯৬**	১,৭৬,০৩,৮৩৯
4. Total Pre-primary Enrolment	বালক	৬,২৭,৫২০	১৭,৯২,৫৫৯	১৮,৯৩,৭৩৪	১৯,৬৩,৯৬০
	বালিকা	৫,৯৫,০৭৭	১৭,৮৫,৮২৫	১৮,৯২,৫০৭	১৯,৮৩,৮৯২
	মোট	**১২,২২,৫৯৭**	**৩৫,৭৮,৩৮৪**	**৩৭,৮৬,২৪১**	৩৯,৪৭,৮৫২
5. Total Enrolment (All Grade)	বালক	৯১,০১,৪৮১	১,০৩,৩১,৬২৬	৯৯,৬৯,৬২৬	১,০৫,৬০,২৪০
	বালিকা	৯১,৫৮,২১০	১,০৫,৮৪,৮৫৮	১,০১,৫২,৭১১	১,০৯,৯১,৪৫১
	মোট	**১,৮২,৫৯,৬৯১**	**২,০৯,১৬,৪৮৪**	**২,০১,২২,৩৩৭**	২,১৫,৫১,৬৯১
6. Gross Intake Rate - GIR (%)	বালক	১১৫.৪	**১০৯.০৭**	**১০৭.৬২**	১০৫.৯৫
	বালিকা	১১৮.৫	**১১৫.৫৭**	**১১২.৮০**	১০৯.৯১
	মোট	**১১৬.৯**	**১১২.৩২**	**১১০.৫১**	১০৭.৮৬
7. Net Intake Rate- NIR (%)	বালক	৯৮.৮	**৯৫.৯৯**	**৯৬.২৯**	৯৬.৪৩
	বালিকা	৯৯.৫	**৯৭.০০**	**৯৬.৮০**	৯৬.৮২
	মোট	**৯৯.১**	**৯৬.৪৮**	**৯৬.৫০**	৯৬.৬২
8. Gross Enrolment Rate- GER (%)	বালক	১০৩.২	**১১০.৩২**	**১০৬.১৫**	১০০.১
	বালিকা	১১২.৪	**১১৮.৩০**	**১১৩.২০**	১০৮.৯
	মোট	**১০৭.৭**	**১১৪.২৩**	**১০৯.৪৯**	১০৪.৯০
9. Net Enrolment Rate – NER (%)	বালক	৯২.২	**৯৭.৫৫**	**৯৭.৬৫**	৯৭.৩৭
	বালিকা	৯৭.৬	**৯৮.১৬**	**৯৮.০১**	৯৮.২৫
	মোট	**৯৪.৮**	**৯৭.৮৫**	**৯৭.৭৪**	৯৭.৮১

নির্দেশক		এপিএসসি ২০১০	এপিএসসি ২০১৮	এপিএসসি ২০১৯	এপিএসসি ২০২০
10. Cycle Dropout Rate (%)	বালক	৪০.৩	২১.৪৪	১৯.২০	১৯.০
	বালিকা	৩৯.৩	১৫.৬৯	১৫.৭০	১৫.৫
	মোট	**৩৯.৮**	**১৮.৬**	**১৭.৯০**	১৭.২
11. Survival Rate (%)	বালক	৬৫.৯	৮০.৯৩	৮৪.১০	৮৩.৩
	বালিকা	৬৮.৬	৮৭.৭৩	৮৬.১০	৮৫.৯
	মোট	**৬৭.২**	**৮৩.৫৩**	**৮৫.২০**	৮৪.৭
12. Coefficient of Efficiency	বালক	৬২.৮	৮০.৮১	৮১.৯০	৮১.১
	বালিকা	৬১.৮	৮৩.৬২	৮৩.২০	৮৪.৮
	মোট	**৬২.২**	**৮২.২১**	**৮২.৬০**	৮৩.২০
13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%)	বালক	৫৯.৭	৭৮.৫৬	৮০.৮০	৮১.০
	বালিকা	৬০.৭	৮৪.৩১	৮৩.২০	৮৪.৫
	মোট	**৬০.২**	**৮১.৪**	**৮২.১০**	৮২.৮
14. Repetition Rate (%)	বালক	১২.৮	৫.৮	৫.১০	৫.০
	বালিকা	১২.৪	৫.০	৪.৯০	৪.৯
	মোট	**১২.৬**	**৫.৪**	**৫.১০**	৫.০
15 PEC Pass Rate	**মোট**	**৯২.৩**	**৯৭.৫৯**	**৯৫.৫০**	**
16. Year Inputs Per Graduate	বালক	৮	৬.১৯	৬.১০	৬.০৫
	বালিকা	৮.১	৫.৯৮	৫.৯৫	৫.৯০
	মোট	**৮**	**৬.০৮**	**৬.০৫**	৬.০০

**২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১.৮ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)

School Type	স্কুল সংখ্যা	শিক্ষক				শিক্ষার্থী			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	% মহিলা	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	% ছাত্রী
Government Primary School	৬৫৫৬৬	১৩১৫৬৯	২৩৫৯১১	৩৬৭৪৮০	৬৪.২	৫৯৩০৫৬২	৬৪৯১২২০	১২৪২১৭৮২	৫২.৩
Private Primary School	৪৮৪১	৬৮১০	১৩৬৭০	২০৪৮০	৬৬.৭	৩৪১৩০২	৩৪২৭৮১	৬৮৪০৮৩	৫০.১
Ebtadayee Madrasa	৫৮৮২	১৯৯৪৮	৭৪৮৭	২৭৪৩৫	২৭.৩	৪২৩৮৯৪	৩৯০৫০৭	৮১৪৪০১	৪৮.০
Kindergarten	২৯৮৯৭	৯২৭৭৬	১৪৪০৭১	২৩৬৮৪৭	৬০.৮	২১১২৪৬৩	১৯৬৩০৭০	৪০৭৫৫৩৩	৪৮.২
NGO Schools (Grade 1-5)	৪৬১৯	২২২১	৯৩৮৫	১১৬০৬	৮০.৯	৩২৪৮৬৭	৩৪১৬৭০	৬৬৬৫৩৭	৫১.৩
High Madrasa attached Primary Section	৭১৯৮	২৬৮৬৪	৫৫৩০	৩২৩৯৪	১৭.১	৫৪৩৩২৪	৫১৭২৪১	১০৬০৫৬৫	৪৮.৮
High Schools attached Primary Section	২০০৫	৮৩১৫	১০১৬৩	১৮৪৭৮	৫৫.০	৩৬৯২৩৪	৩৯৬৯০২	৭৬৬১৩৬	৫১.৮
NGO Learning Center	৯৫৯২	৫২৯	১২৫০৫	১৩০৩৪	৯৫.৯	৩৫৯৯৯২	৩৯৭৮০৯	৭৫৭৮০১	৫২.৫
Sishu Kollyan Primary School	২০৫	৫৭৬	১২৫৮	১৮৩৪	৬৮.৬	১৫০৯৮	১৫৯০৭	৩১০০৫	৫১.৩
Others	৩১৯৭	৩৮৯০	৬৯৯৩	১০৮৮৩	৬৪.৩	১৩৯৫০৪	১৩৪৩৪৪	২৭৩৮৪৮	৪৯.১
Total	১৩৩০০২	২৯৩৪৯৮	৪৪৬৯৭৩	৭৪০৪৭১	৬০.৪	১০৫৬০২৪০	১০৯৯১৪৫১	২১৫৫১৬৯১	৫১.০

১.৯ প্রাক-প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০২০ অনুযায়ী)

School Type	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী			
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	% ছাত্রী
Govt. Primary Schools	৮৬৮৫৭৩	৮৯৮৬৯২	১৭৬৭২৬৫	৫০.৮৫
Private Primary School	৪৮৯৬১	৪৯১৬০	৯৮১২১	৫০.১০
Ebtadayee Madrasa	৪৩১৩৮	৪০২০০	৮৩৩৩৮	৪৮.২৪
Kindergarten	৬১৩৩২০	৫৭৮৩১৫	১১৯১৬৩৫	৪৮.৫৩
NGO Schools (Grad 1-5)	৮৫৭১০	৯১১৩৩	১৭৬৮৪৩	৫১.৫৩
High Madrasa Attached Primary Schools	৩৪৬৫১	৩২৯৭৮	৬৭৬২৯	৪৮.৭৬
High Schools Attached Primary Section	৪১৬৩৩	৪৩১২৮	৮৪৭৬১	৫০.৮৮
NGO Learning Centers	১৮৯০৩৭	২১২২১১	৪০১২৪৮	৫২.৮৯
Sishu Kollyan Primary School	১৭৪৯	১৬৭০	৩৪১৯	৪৮.৮৪
Others	৩৭১৮৮	৩৬৪০৫	৭৩৫৯৩	৪৯.৪৭
Grand Total	১৯৬৩৯৬০	১৯৮৩৮৯২	৩৯৪৭৮৫২	৫০.৩০

১.১০ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০২০)

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট
ছাত্র	১৯৬৩৯৬০	১৮৫৪৯৯০	১৮১০৪১১	১৭৭২১৪৯	১৭১৮৭১৩	১৪৪০০১৭	১০৫৬০২৪০
ছাত্রী	১৯৮৩৮৯২	১৮৫৪০৬০	১৮৩৩০১০	১৮৪৩২৭২	১৮৪৮২১০	১৬২৯০০৭	১০৯৯১৪৫১
মোট	৩৯৪৭৮৫২	৩৭০৯০৫০	৩৬৪৩৪২১	৩৬১৫৪২১	৩৫৬৬৯২৩	৩০৬৯০২৪	২১৫৫১৬৯১

১.১১ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০২০)

বছর	গ্রস			নীট		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালক	বালক
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৮৯.১	৮৯.১
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯২.২	৯২.২
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯২.৭	৯২.৭
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৫.৪	৯৫.৪
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৬.২	৯৬.২
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৬.৮	৯৬.৮
২০১৫	১০৫.০	১১৩.৪	১০৯.২	৯৭.১	৯৭.১	৯৭.১
২০১৬	১০৯.৩	১১৫.০০	১২২.১০	৯৭.০১	৯৭.০১	৯৭.০১
২০১৭	১০৮.১	১১৫.৪	১১১.৭	৯৭.৬৬	৯৭.৬৬	৯৭.৬৬
২০১৮	১১০.৩২	১১৮.৩০	১১৪.২৩	৯৭.৫৫	৯৭.৫৫	৯৭.৫৫
২০১৯	১০৬.১৫	১১৩.২০	১০৯.৪৯	৯৭.৬৫	৯৭.৬৫	৯৭.৬৫
২০২০	১০০.১	১০৮.৯	১০৪.৯০	৯৭.৩৭	৯৭.৩৭	৯৭.৩৭

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরেপড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসাবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরেপড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে; যা নিম্নরূপ :

১.১২ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
ঝরেপড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.৮	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৪	৮২.১	৮২.৮

তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০২০

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

১.১৩ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরীবেক্ষণ প্রতিবেদন

নং	কর্মসূচি	মূল	সংশোধিত	জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	* উপকারভোগী			অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
							শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস		
১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯০০.০০	৩৭১২.০০	-	৩৩৭৫.৪৯	৯০.৯৩%	-	-	-	১,০৮,৮৬,৬৪৩ শিক্ষার্থী	সারাদেশে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।
২	দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প	২৮২.৫০	৬০৯.৩৯	-	৫৪৭.০২	৮৯.৭৬%	-	-	-	২৭,৫৭,১৬৫ শিক্ষার্থী	১০৪টি উপজেলায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টিগুণসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
৩	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১২৩.৩৮	১৮৫.৫৯	-	১২২.৩৪	৬৫.৯২%	-	-	-	১,৮৭,৪৬২ শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়।
৪	পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	২৪২.১০	২৩৭.১০	-	১৪৯.৭৮	৬৩.১৭%	-	-	-	২,২৯,৯১,৪৫২ জন	বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
	মোট =	১৫৪৭.৯৮	৪৭৪৪.০৮		৪১৯৪.৬৩	৮৮.৪২%					

বি: দ্র:

১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস-এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২) উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

১.১৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিটি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির হার (%)	জাতীয় গড়
		মোট	জিওবি	প্র. গাহায্য	মোট	জিওবি	প্র. গাহায্য		
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৫	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১%
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২%
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪১৭.৭০	২০৫২.৯৬	৩৬৪.৯৭	৯৮.০৪	৯৩%
২০১২-১৩	১৮	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৯৩৩	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯৬%
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%
২০১৫-১৬	১২	৫২৪৭.৩৬	৪৯০০.০০	৩৪৭.৩৬	৫১৪৩.২১	৪৮১৬.৫৪	৩২৬.৬৭	৯৮.০২	৯২%
২০১৬-১৭	০৯	৬২৬২.৫০	৫৯০০.০০	৩৬২.৫০	৫৫৪৫.৭২	৫২১৪.৫০	৩৩১.২১	৮৮.৫৫	৮৯.৮৯%
২০১৭-১৮	১৪	৭৪০১.৯৭	৭০৩৬.৯৩	৩৬৫.০৪	৬৭৭৭.৮০	৬৪৩৪.৫৭	৩৪৩.২২	৯১.৫৭	৯৪.০২%
২০১৮-১৯	১১	৬৪২৭.৩৮	৬০৯১.২৪	৩৩৬.১৪	৬১৪৬.৪২	৫৮৮৭.৯০	২৫৮.৫২	৯৫.৬৩	৯৪.৩৬%
২০১৯-২০	১৪	৯০১৬.২৪	৭২৬৪.১০	১৭৫২.১৪	৬৩৩৩.৮৩	৪৫১২.৪৩	৮২১.৪০	৭০.২৫	৮০.২৮%
২০২০-২১	১৪	১০৬৮৫.৮১	৯২০৯.৬৫	১৪৭৬.১৬	৮৭৪২.৭৭৮১	৭৬৬২.১২৬১	১০৮০.৬৫২	৮১.৮২	৮২.২১%

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২.০ পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাই সকল উন্নয়নের ভিত্তি। মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এবং সমাজে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা যত বিস্তৃত ও উন্নত সে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা তত সমৃদ্ধ । প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষ করে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশবক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং, করোনাকালিন সময়ে ঘরে বসে শিখি ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে।

রূপকল্প (Vision)
সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

অভিলক্ষ্য (Mission)
প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

২.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

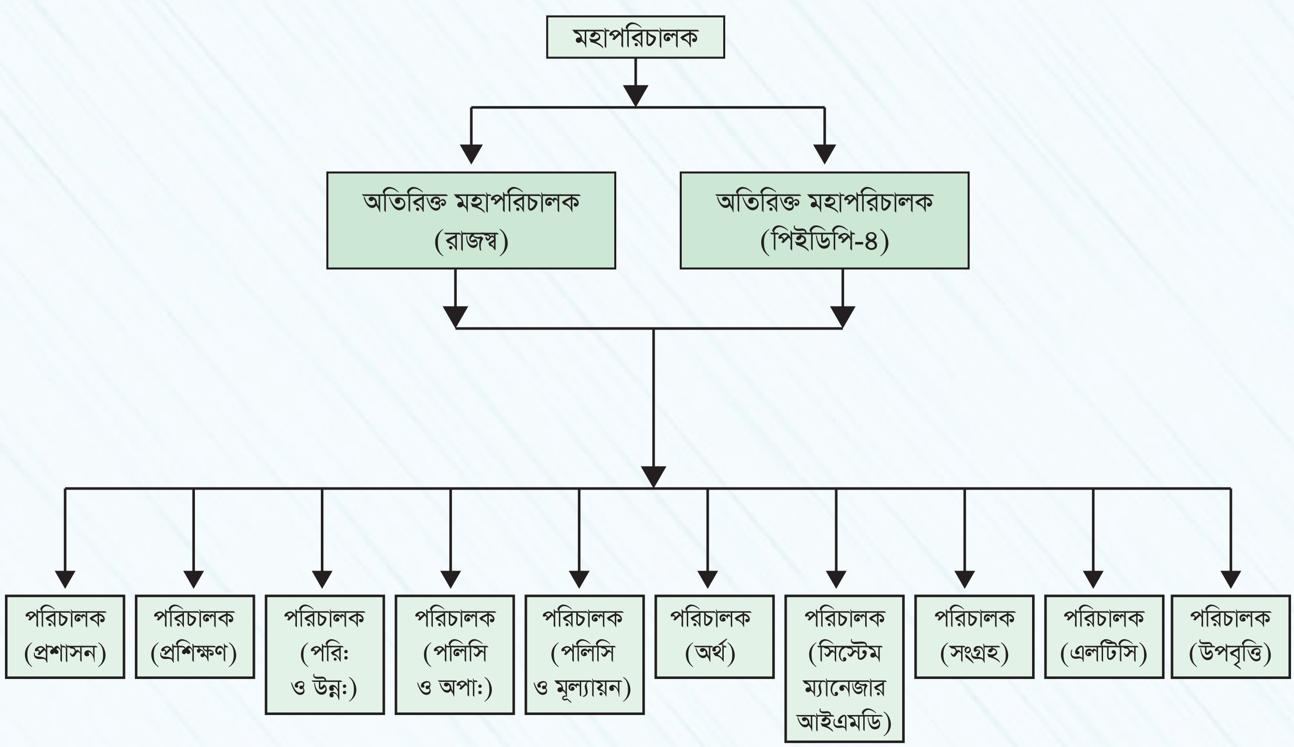

২.২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০০৯ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতিবছর সারাদেশে একযোগে সাধারণত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকায় ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার গত ৩ বছরের তথ্য

পরীক্ষার সাল	উপজেলা	পরীক্ষা কেন্দ্র		ডিআরভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			পাসের হার
		বহি	দেশে	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
২০১৮	৫১০	১২	৭৩৯৮	১২,৭৭,৮৯৬	১৪,৯৮,৯৮৬	২৭৭৬৮৮২	১২,১১,৬০০	১৪,৪১,২৯৬	২৬,৫২,৮৯৬	৯৭.৫৯%
২০১৯	৫১১	১২	৭৪৫৮	১১,৭৮,১৪৬	১৩,৭৬,৯১৮	২৫,৫৫,০৬৪	১১,২৪,২২৫	১৩,২৯,৯২৬	২৪,৫৪,১৫১	৯৫.৫০%
২০২০	বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।									

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্রছাত্রী ভর্তি, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। দেশের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে মেডেল দেয়া হয় এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত ৩ বছরের তথ্য

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০১৮	৬৫৭৯৫	১১১৮৫১৫	হরিপুর সপ্রাবি, জৈন্তাপুর সিলেট	দ. নিয়ালখাতা সপ্রাবি সদর, নীলফামারী
	২০১৯	৬৫৩৬৭	১১১১২৩৯	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
	২০২০	-	-	কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সনে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট

২০১০ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ধারাবাহিকতায় ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ন্যায় এক্ষেত্রেও জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজারকে মেডেল দেয়া হয় এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে সরকারি অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গত ৩ বছরের তথ্য

টুর্নামেন্টের নাম	সন	অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় সংখ্যা	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট	২০১৮	৬৫৭০০	১১১৬৯০০	পাঁচরুখী সপ্রাবি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।	টেপুরগাড়ী বি কে সপ্রাবি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
	২০১৯	৬৫৩৬৮	১১১১২৫৬	কোভিড-১৯ এর কারণে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	
	২০২০	-	-	কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ সনে খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।	

প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম : উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান বাংলাদেশের মানবসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি এবং কম খরচে, দ্রুত সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আইডিয়া সংগ্রহের জন্য একক মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রথমবারের মতো উন্নয়ন করা হয়েছে অনলাইন প্লাটফর্ম 'আইডিয়া বক্স'। অতি দ্রুত এবং সহজে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানে এটিও একটি অনন্য উদ্ভাবন। ইনোভেশন টিমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৮টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১৫টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৮টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। 'আপনার উদ্ভাবনী ধারণা, শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা' এই স্লোগানকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আয়োজন করা হয়েছে উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং যেখানে স্থান পেয়েছে সারাদেশ থেকে বাছাই করা ১১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। পুরস্কৃত করা হয়েছে সেরা ০৩ উদ্ভাবককে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ : প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও কোভিড-১৯-এর কারণে সৃষ্ট মহামারির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বই বিতরণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদেরকে ১০০% নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। এর পূর্বে ৫০% নতুন এবং ৫০% পুরাতন বই প্রদান করা হতো।

২০১৯-২০২১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ		
		২০১৯	২০২০	২০২১
১	প্রাক-প্রাথমিক	৬৮৫৬০২০	৬৬৭৫২৭৬	৬৬৭৯২২২
২	প্রথম	১৩৬৪৮৮১৬	১৩৫৪৩৭৪৩	১৩২২২৯৫৩
৩	দ্বিতীয়	১৩১৬২৩৭১	১৩০৭৭৮১৪	১২৭৬৪৩৪২
৪	তৃতীয়	২৫৪৮২৯৫৬	২৫২৯৪০৪৩	২৪৬৮৮৬৬৮
৫	চতুর্থ	২৪৪৩৫৯৩৫	২৪৫১১৯৯২	২৩৮০২২৮৯
৬	পঞ্চম	২২১৫১৮২২	২২০৬৮৫৮০	২১১৫৮১৩৯
৭	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২৭৭০৬৮	২৩০১০৩	২১৩২৮৮
	সর্বমোট	১০৬০১৪৯৮৮	১০৫৪০১৫৫১	১০২৫২৮৯০১

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণপূর্বক সরবরাহ করা হয় (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি)। নৃগোষ্ঠীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং প্রাথমিক স্তরের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির নমুনা কপিসহ সর্বমোট বিতরণকৃত পঠন-পাঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক ২,১৩,২৮৮টি।

শুদ্ধাচার কৌশল

সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৩ (তেরো)টি ক্ষেত্রে ৪১টি কার্যক্রম নির্ধারণ করে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টারে ন্যূনতম ১টি করে নৈতিকতা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে যেখানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টারে অনুষ্ঠেয় নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ১০০%। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নেও গৃহীত হয়েছে পদক্ষেপ। ফলে একদিকে যেমন সেবা প্রদানের মান বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে শুদ্ধাচার চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২০২০ সনের APSC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৯,৪৭,৮৫২ জন, যার মধ্যে মেয়ে শিশু ৫০.৩০%। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য পিইডিপি-4 এর আওতায় শিখন-শেখানো সামগ্রী ক্রয়/তৈরি/শ্রেণি সজ্জিতকরণের জন্য বিদ্যালয় প্রতি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ অর্থ প্রদান করা হয়নি। সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১টি করে মোট ২৬,৩৬৬টি শিক্ষকপদ সৃজন করা হয়েছে। উক্ত পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একীভূত শিক্ষা বিষয়ে কার্যক্রমসমূহ

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর ডিপিপি'র ২নং কম্পোনেন্ট Equitable Access and Participation এর আওতায় ২.৬ এ Special Education Needs and Disabilities (SEND) একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কম্পোনেন্ট। এ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অটিজম এবং এনডিডিসহ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এবং তাদের পড়ালেখা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে SEND বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান আছে। উল্লেখ্য ২০২০ সনের APSC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২৪,৪৪১ জন।

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস (চশমা, হুইল চেয়ার, শ্রবণযন্ত্র, ক্র্যাচ ইত্যাদি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
- অটিজম-এর এনডিডিসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ইতোপূর্বে ৬৪টি জেলার ২৪৯০ জন শিক্ষককে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ৮টি বিভাগে মাঠ পর্যায়ের ৪৮০ জন কর্মকর্তাকে NDD ও ASD বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের এসএমসির সদস্যসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণে ৪৫টি জেলায় সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড ১৯ এর কারণে উল্লিখিত কার্যক্রম অন্যান্য বছরের ন্যায় যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

সহকারী শিক্ষক নিয়োগঃ সদ্য জাতীয়করণকৃত ২৬,৩৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১টি করে সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজিত হয়েছে। সৃজিত ২৬,৩৬৬টি পদের মধ্যে ৬১টি (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত) জেলার ২৫,৬৩০ টি সৃষ্ট পদ ও রাজস্বখাতের শূন্য ৬,৯৪৭টিসহ মোট ৩২,৫৭৭টি সহকারী শিক্ষকের পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ ছিল ২৪ নভেম্বর ২০২০। উক্ত তারিখের মধ্যে ১৩,০৯,৪৬১টি আবেদন পাওয়া যায়। কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কারণে প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চলছে। খুব শীঘ্রই লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া, ৩ পার্বত্য জেলায় প্রাক-প্রাথমিকের সৃষ্ট ৭৩৬টি পদে নিয়োগের জন্য স্ব-স্ব পার্বত্য পরিষদ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতিঃ সকল উপজেলার সহকারী শিক্ষকদের নির্ভুল জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত 'সমন্বিত গ্রেডেশন ব্যবস্থাপনা' অনলাইন সফটওয়্যারে দেশের প্রায় ৯৪% শিক্ষকের জ্যৈষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। অতি দ্রুতই মামলা জটিলতামুক্ত উপজেলাসমূহে সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান সম্ভব হবে।

২.৩ এক নজরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১২,৭২৩টি
২.	ওয়াশব্লক নির্মাণ	১০,০০৬টি
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইনর মেরামত	১৩,৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেজর মেরামত	২,১৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	১,৫৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৬,৫১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮.	ওয়াশব্লকের মেজর মেরামত	২,৫০০টি
৯.	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	২৮,৫০০টি
১০.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	৯টি
১১.	উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ/মেরামত	১১৫টি
১২.	ইউআরসি মেরামত	১০৬টি
১৩.	পিটিআই মেরামত	১৬টি
১৪.	চাহিদাভিত্তিক প্রাচীর নির্মাণ	৬৮৭টি
১৫.	স্লিপ ফান্ড	৬৫,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৬.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ফান্ড-এর আওতায় অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/ মেরামত ও সংস্কার	৪৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৭.	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি-এর আওতায়)	১০,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এ কার্যক্রম সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সির আওতায় ৪৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অস্থায়ীগৃহ নির্মাণ/মেরামত ও সংস্কার কার্য বাস্তবায়িত হয়েছে। বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে। গতবছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ উপকারভোগী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পেয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ)। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে ৬৪.২০% শিক্ষিকা রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৭.৮১ শতাংশ। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরেপড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৭.২০ শতাংশ হয়েছে। ঝরেপড়ার হার প্রতিবছরই কমে আসছে।

২.৪ SLIP (School Level Improvement Plan) ও UPEP (Upazela Primary Education Plan) কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো SLIP কার্যক্রম। ২০২০-২১ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত SLIP গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসাবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে SLIP কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ খাতে প্রায় ৩৭৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। SLIP ও UPEP গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং SLIP গাইডলাইন ইতোপূর্বে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ৫০টি জেলার ৫০টি নির্বাচিত উপজেলায় UPEP কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এজন্য একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত স্যোসাল প্রটেকশনবিষয়ক কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মেলার সর্ববৃহৎ স্টলটিও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিষয়ে মেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্টের অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২.৫ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি :

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে রস্ক (ROSC) প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা ভাতা, বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী ও উপকরণ পেয়েছে ।

২.৬ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ :

বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই হচ্ছে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর অভীষ্ট লক্ষ্য। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, আগ্রহী শিশু, শিক্ষায়তন ও শিখন উপযোগী পরিবেশ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেই দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় একটি গবেষণাধর্মী অভিজ্ঞতামূলক ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন/Continuous Professional Development (CPD) ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) এর কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রকে বিবেচনায় রেখে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের কর্মকর্তার মতামতের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও ফ্রেমওয়ার্কটি প্রণয়নে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে– ডিপিএড কোর্স, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু এবং সংগীত), যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ, আইসিটি ইন এডুকেশন, একাডেমিক সুপারভিশন,

সাব-ক্লাস্টার, অ্যাকশন রিসার্চ, লেসন স্টাডি, পেশাগত মানোন্নয়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও শিক্ষোপকরণ প্রণয়ন, শ্রেণিভিত্তিক/বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সিস্টেমেটিক ইংলিশ, গণিত অলিম্পিয়াড এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম : মূলত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করেই শিখন-শেখানো প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ : যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন কীভাবে করতে হয় তা অবহিত করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ : কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে Modern School Management Practice বিষয়ে ৭ দিন ব্যাপী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি Overseas One Year Master's Degree এর জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

সিস্টেমেটিক ইংলিশ প্রশিক্ষণ : নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে সরাসরি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ- (টিএমটিই) নির্বাচিত ১৫টি পিটিআই এ অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর প্রশিক্ষকগণ নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সিপিডি ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পেশাগত মান (Teacher and Head Teachers Professional Standard) এবং 'সিপিডি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল' (CPD Implementation Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৭ 'ঘরে বসে শিখি' পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম :

করোনাকালীন সময়ে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা শ্রেণি পাঠদান ভিডিও রেকর্ডিং করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে এবং অডিও রেকর্ডিং করে বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও সকল প্রকার কার্যক্রমে স্থবিরতা চলে আসে। সেইসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে গুগল মিট ও জুম অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত এবং ইনডাকশন) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এতদসংক্রান্ত একটি কমিটির পরিচালনায় প্রশিক্ষণ অধিবেশনের অনলাইন ডেমো প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়। উল্লিখিত ডেমোর উপর ভিত্তি করে ৪টি ম্যানুয়াল অনলাইন ভার্সনে রূপান্তর করা হয়। অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষকগণকে বিষয়জ্ঞান উপস্থাপন কৌশল ও গুগল মিট/ জুম অ্যাপস ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত চারটি বিষয়ে চারটি উপজেলায় পাইলটিং করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২.৮ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)	মন্তব্য
১.	ডিপিএড	১৮ মাস	পিইডিপি৪	জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২১ ১৯৩৯৩ জন	অনলাইন
				জানুয়ারি ২০২১ - জুন ২০২২ ১৮৮৬৮ জন	
	সি-ইন-এড	১২ মাস	জিওবি	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০ ২৯৬ জন	অনলাইন
				জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১ ৩৫৭ জন	
২.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলা	০৬ দিন	পিইডিপি৪	৭০০ জন	অনলাইন
৩.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইংরেজি	০৬ দিন	পিইডিপি৪	৬০০ জন	অনলাইন
৪.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গণিত	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১১০০ জন	অনলাইন
৫.	নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের জন্য ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	১০ দিন	পিইডিপি৪	৭৩৮৬ জন	অনলাইন

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)	মন্তব্য
৬.	TMTE on Systematic English teaching for primary teachers (Single source – British Council)	৩ মাস	পিইডিপি৪	৮৮ জন	ঢাকা ও জয়দেবপুর পিটিআই-এ চার ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
৭.	সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘ঘরে বসে শিখি’ পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম	প্রতিটি পাঠদানের মেয়াদ ২০ মিনিট	ইউনিসেফ এবং জাইকা	ইউনিসেফ- ৫৩০টি ভিডিও কন্টেন্ট, জাইকা- ৩৪৪টি ভিডিও কন্টেন্ট, মোট ৮৭৪টি	সম্প্রচারিত
৮.	বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে ‘ঘরে বসে শিখি’ পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম	প্রতিটি পাঠদানের মেয়াদ ২০ মিনিট	ইউনেস্কো	৯২০টি অডিও কন্টেন্ট	সম্প্রচারিত
৯.	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও ইনডাকশন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনলাইন ভার্সনে রুপান্তর	৬ দিন ও ১০ দিন	পিইডিপি৪	অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা	অনলাইন
১০.	Teacher and Head Teachers Professional Standard ‘সিপিডি বাস্তবায়ন কর্মকৌশল’ (CPD Implementation Detail Action Plan)	-	পিইডিপি৪	-	-

২.৯ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি:

প্রাথমিক শিক্ষার মেন্টরিং গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। গাইডলাইনের ভিত্তিতে জেলা ও মাঠ পর্যায়ের মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন টুলস প্রণয়ন করা হয়।

- মেন্টরদের জন্য মেন্টরিং টুলস, স্লিপ পরিবীক্ষণের টুলস, হোম ভিজিট টুলস, বিদ্যালয় রি-ওপেনিং পূর্ব প্রস্তুতি টুলস, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মচারী ও এসএমসি প্রতিনিধির দৈনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ টুলস ইত্যাদি প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ই-মনিটরিং অ্যাপস এ নতুন করে তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে স্লিপের অর্থে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আদেশ জারি করা হয়। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজ-নীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- Annual Primary School Census (APSC): প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে APSC গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। ২০২০ সালে কোভিডকালীন সময়েও এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছে ।

২.১০ আর্থিক ব্যবস্থাপনা :

অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের কার্যক্রম সাধারণত দুটি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো হলো:

১. অর্থ-রাজস্ব শাখা ও ২. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) ।

২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বাজেট iBAS++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমুহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ সফটওয়্যার হতে জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস হতে সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষকের বেতন ভাতাদি EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৬৪,৫৬৪ জন শিক্ষক EFT এর মাধ্যমে তাদের বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করছেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও সকল থানা শিক্ষা অফিস (সর্বমোট ৯৩টি কস্ট সেন্টার) এ স্বনির্ধারণী বাজেট প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা আগামী ২০২১-২২ অর্থবছর হতে কার্যকর হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব সফটওয়্যার Online Accounting Information System (DPE AIS) কে iBAS++ সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপডেট করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে বরাদ্দপত্র প্রেরণসহ এ সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিডিওগণের মোবাইল নম্বরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য ব্যবস্থাপনা:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ইন্টিগ্রেইটেড সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। ১২টি নতুন পিটিআই-এর মধ্যে ১২টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই-তে আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে । শীঘ্রই পিটিআইগুলোতে প্রয়োজনীয় আরো কম্পিউটার ও আইসিটি সামগ্রী প্রদান করা হবে। ইতোপূর্বে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারি দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩,৭০০টি ট্যাব ক্রয় করে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং করার জন্য বিতরণ করা হয়েছে। সারাদেশে এখন ট্যাবের মাধ্যমেই-মনিটরিং কার্যক্রম চলমান। অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা: ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি, অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্টের ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশের সকল উপজেলায় ই-মনিটরিং প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোনো স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারবে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে আরো জোরদার করা হচ্ছে।

২.১২ প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক কাজ :

২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীন প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন এবং পিইডিপি-৪ এর সংস্থান মোতাবেক সেবা এবং যাবতীয় প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন লাইন ডিভিশন হতে প্রাপ্ত প্রকিউরমেন্ট চাহিদা অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা প্রকিউর করা হয় । বর্তমানে সেবা এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র ব্যতীত ইজিপি-এর মাধ্যমে প্রায় শতভাগ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।

২.১৩ এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম :

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) :

কর্মসূচির নাম	: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪)।
প্রকল্পের মেয়াদ	: জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
প্রকল্প ব্যয়	: মোট ৩৮,৩৯,৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৯১৫৭.০০ লক্ষ, পিএ: ১২৮০৫৫৯.০০ লক্ষ)।
প্রকল্প এলাকা	: সমগ্র বাংলাদেশ।
অর্থায়ন	: বাংলাদেশ সরকার ও ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (মূল ডিপিপি) ।
মোট কম্পোনেন্ট	: ৩টি। সাব-কম্পোনেন্ট : ২১টি।

২০২০-২১ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে ও দপ্তরসমূহে চাহিদাভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, করোনাকালীন ঘরে বসে শিখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত এওপি অনুযায়ী এ কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ ছিল মোট ২৭৩৩৫২.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৬৩৪০৪.৩২ লক্ষ টাকা (৯৬.৩৬%)।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC) ফেইজ-২ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৩-জুন ২০২১)

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্পের গৃহীত ব্যবস্থা এবং তথ্য নিম্নরূপ:

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০২০-২১)			মোট অবমুক্তি (জুলাই-জুন) '২১ পর্যন্ত	ব্যয় (জুলাই ২০২০- জুন ২০২১ পর্যন্ত			বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্র:সা:	মোট		জিওবি জিওবি	প্র:সা:	মোট বরাদ্দের (%)		
১৩১৩২৮.৯১	৬৮৮	১৭৮৭১	১৮৫৫৯	১৮৫৫৯	৫৫৮.৫১	১৩৭৩৬.৪২	৭৭.০২%	৯৭%	১২৭০৬৪.২১ (৯৬.৭৫%)

ক্রমিক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১.	১৪৮টি উপজেলায় ৮-১৪ বছর বয়সী ৭,২০,০০০ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;	১৪৮টি উপজেলায় ১৯,৯২৭টি লার্নিং সেন্টারের মাধ্যমে ৬,৯০,০০ শিশুকে প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।	এ কার্যক্রম ডিসেম্বর/২০১৯ এ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
২.	৯৬টি উপজেলায় ১৫-২৩ বছর বয়সী ২৫,০০০ কিশোর/যুবদের প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান;	৫৮টি উপজেলায় মোট ২৫,০০০ কিশোর/যুবদের প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	এ কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩.	১০ টি সিটি কর্পোরেশনের নগর বস্তি এলাকায় ৫০,০০০ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;	১০টি সিটি কর্পোরেশনের নগর বস্তি এলাকায় ১,৫৫৭টি লানিং সেন্টারের মাধ্যমে ৪৮,০০০ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।	এ কার্যক্রম ডিসেম্বর/২০২০ এ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
৪.	কক্সবাজার জেলায় আশ্রিত ১৫০,০০০ এফডি এমন শিশুকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান;	কক্সবাজার জেলায় আশ্রিত ১৫০,০০০ এফডি এমন শিশুকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান;	এ কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২১ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
৫.	কক্সবাজার জেলায় ২০০টি সরকারি প্রা: বি: সংস্কার কাজ	কক্সবাজার জেলায় ২০০টি সরকারি প্রা: বি: সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	এ কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২১ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

প্রকল্প সংশোধনীর বিবরণ: দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে।

১) মূলডিপিপি: প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ১১৪২৭৯.৯১ (জিওবি: ৫৯৭৭০.৫৭, প্রকল্প সাহায্য: ৫৪৫০৯.৩৪) লক্ষ টাকা
মেয়াদ: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪

২) ৩য় সংশোধিত ডিপিপি: প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) লক্ষ টাকা
মেয়াদ: জুলাই২০১০-ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধিকরণ।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ।
প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ।
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ।
প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন।

শিক্ষার্থী সংখ্যার বিবরণ:
প্রকল্পভুক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৯.৪৯ লক্ষ এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৪,৪২৯টি।

স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

* দেশের ১০৪টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চপুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দূর করার জন্য একমাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্ড মিল্ক ফ্লেভারের উচ্চপুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।
* দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবিলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারি সিদ্ধান্তে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকায় জুন ২০২০ এ প্রকল্পের ৩০তম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত ১০৪টি উপজেলায় জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।
* জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ৪৪৯৫৭৭.৫৩ লক্ষ (জিওবি ৩২৬৭৯৬.৮৪ এবং ডিপিএ ১২২৭৮০.৬৯ লক্ষ টাকা, শতকরা হার ৯০.০৬%)।

প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	শতকরা হার
২০১৮-১৯	৪৫৬০০.০০	৬২১০.০০	৫১৮১০.০০	৪২০৬৭.৮৪	৬২০৮.২৭	৪৮২৭৬.১১	৯৩.১৮%
২০১৯-২০	৩৯৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৬০০০.০০	৩৮৯৪৫.৭০	৬৫০০.০০	৪৫৪৪৫.৭০	৯৮.৮০%
২০২০-২১	৪৯৭৯৮.৮৪	৬২১৫.০০	৫৬০১৩.৮৪	৪৮৬৪৮.৭৯	৬২১৫.০০	৫৪৮৬৩.৭৯	৯৭.৯৫%

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়):
১) প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (২য় সংশোধনী)
২) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশে সরকার নির্ধারিত ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩) প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১
৪) প্রকল্পের ব্যয় : ১৩৭৬৬৩৪.৪২ লক্ষ টাকা
৫) অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ জিওবি
৬) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি;
(খ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি;
(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি হার বৃদ্ধি;
(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;
(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
(চ) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং
(ছ) সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ ।

৭) উপবৃত্তি প্রাপ্তি মাসিক হার :

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	সকল শিক্ষার্থী মাসিক ৭৫/-
প্রথম - পঞ্চম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১৫০/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩০০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৫০০/-
ষষ্ঠ - অষ্টম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২০০/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৫০০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৬০০/-

৮) ২০২০-২১ অর্থবছরের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়:
২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩৪৫২,১৬.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৩৩৭৫,৪৯.১০ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে সমর্পনকৃত ৭৬৬৬.৯০ লক্ষ টাকা।

৯) প্রকল্পের সর্বশেষ কার্যক্রম :
• প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় (প্রথম সংশোধনী) এর মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে শেষ হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধিপূর্বক জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২য় সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। সে আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর থেকে G2P পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে উপবৃত্তি সুবিধাভোগী অভিভাবক এর মোবাইল একাউন্টে সার্ভিস প্রোভাইডার থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেড (নগদ) এর মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ ও কিটস এলাউন্স বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয় ।

• মুজিববর্ষকে কোমলমতি শিশুদের কাছে আরো আনন্দঘন ও স্মরণীয় করার নিমিত্ত ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কীট এলাউন্স বাবদ (ব্যাগ, ড্রেস ও জুতা) ১০০০/- টাকা করে মোট ১১১৩,৫০,৩০০০ (এক হাজার একশত তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপবৃত্তি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম: চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০৫৯.৪৫ লক্ষ টাকা
- প্রকল্পের অর্থের উৎস : জিওবি
- প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ
- বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস
- বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করা
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অসমতা দূর করা, শিখন-শেখানোর মান ও শিক্ষা সমাপ্তিচক্রের উন্নয়ন ঘটানো
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের মান উন্নয়ন
- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল শিশুর জন্য শিশুবান্ধব শিখন নিশ্চিতকরণ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ২৫,০০০ শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৫,০০০ ওয়াশব্লক নির্মাণ
- মোট ২৩,০০০ শ্রেণিকক্ষে এবং ২,০০০ শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ
- ৫,০০০টি বিদ্যালয়ে ৫,০০০টি নলকূপ স্থাপন
- ৫০০টি বিদ্যালয়ে ৬৭,৫০০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ১,৮০০টি বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য পে-কর্নার নির্মাণ
- ১,০০০টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৭২%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০২%
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.১৬%, বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৬০%
২০২০-২০২১ অর্থবছরের অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৩০%, বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৮১%, বাস্তব অগ্রগতি ৭৬.০০%
শ্রেণিকক্ষ/শিক্ষককক্ষ নির্মাণ : সমাপ্ত ১৫,৮৫২ টি
ওয়াশব্লক নির্মাণ : সমাপ্ত ২,১২২ টি
নলকূপ স্থাপন : সমাপ্ত ১,৮৫০টি
আসবাবপত্র সরবরাহ : সমাপ্ত ৮৩ টি বিদ্যালয় (৩৫৩টি কক্ষ)

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।
প্রকল্প ব্যয় : ৯,১২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।
প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক অতিরিক্ত ৪০,০০০ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ।
খ) ৮,০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও সেনিটেশন সুবিধা তৈরি।
গ) ৩৬,৫০০টি শ্রেণি কক্ষে উঁচু-নিচু বেঞ্চ এবং ৩,৫০০টি শিক্ষক কক্ষে চেয়ার টেবিল আলমিরা ইত্যাদি সরবরাহ।
ঘ) শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকরণ।
ঙ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন-শিখানোর মান উন্নীতকরণ।
চ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের কার্যক্রম:

ক) অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	-	৪০,০০০টি কক্ষ
খ) শিক্ষক/শ্রেণিকক্ষের জন্য ফার্নিচার সরবরাহ	-	৪০,০০০টি কক্ষ
গ) বিদ্যালয়ের গ্রাউন্ড রেইজিং	-	২,৪০০টি
ঘ) বিদ্যালয়ের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ	-	২,৪০০টি
ঙ) বিদ্যালয়ের মেকশিফ্‌ট এ্যারেঞ্জমেট	-	২,৪০০টি
চ) বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট	-	৮০০টি
ছ) বিদ্যালয়ের শিশুদের পে কর্নার	-	৩,০০০টি
জ) বিদ্যালয়ের ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইন ও সংযোগ	-	১,৬০০টি
ঝ) ওয়াশব্লক নির্মাণ	-	৮,০০০টি
ঞ) ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন	-	৮,০০০টি
ট) মাটি পরীক্ষা	-	৮,০০০টি
ঠ) সোলার ইলেক্ট্রিক প্যানেল	-	১,৬০০টি
ড) ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমি ক্রয়	-	৮০০টি বিদ্যালয়

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		:	১,৩৪৬ কোটি ০৬ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্থ ছাড়		:	১,০৯০ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।
ব্যয় হয়েছে		:	১,০৮৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ০১ হাজার টাকা।
অগ্রগতি		:	ভৌত- ১০০%, আর্থিক- ৯৯.৬৯%।
১০০% কাজ সমাপ্ত		:	৪,৪৩৪ টি বিদ্যালয় ১৯,১৪৭ টি শ্রেণিকক্ষ
কাজ চলমান		:	২,২৫৬টি বিদ্যালয়, ১০,১৯০টি শ্রেণিকক্ষ
ওয়াশব্লক:	১০০% কাজ সমাপ্ত	:	৩,০৪৮টি
	কাজ চলমান	:	৫২টি।
নলকূপ স্থাপন:	১০০% কাজ সমাপ্ত	:	১,৭৬০টি

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	* শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫৪টি বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি কক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ; * ১৭৭টি বিদ্যালয়ের ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ; * উত্তরা'তে ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন; * শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করণ; * শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটানো; * শিক্ষায় প্রবেশাধিকার,উচ্চ শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ উন্নতির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করণ ; * প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিতসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণ ।
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	১১৫৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়	৩০.১১ লক্ষ টাকা
অর্থায়নের ধরন	জিওবি
প্রকল্প এলাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। কালিগঞ্জ, গাজীপুর । রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (মোট থানা-১২টি। ১৪টি নতুন বিদ্যালয় (উত্তরা ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি) স্থাপন করা হবে। ১৪টি নতুন বিদ্যালয়সহ মোট ৩৫৬টি (৩৪২+১৪) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)
বর্তমান অগ্রগতি	ঢাকা মহানগরীর ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬০টি বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০০টি বিদ্যালয়ের সয়েল টেস্ট, ১০০টি বিদ্যালয়ের টপো গ্রাফিক্যাল সার্ভে এবং ২৫টি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকার পূর্বাচলে ১১টি এবং উত্তরায় ৩টিসহ মোট ১৪টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ১ (এক) বিঘা করে মোট ১৪ (চৌদ্দ) বিঘা জমির মূল্য নির্ধারণপূর্বক বরাদ্দ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প:

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ ২০১৯ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা
জিওবি	১৬৪০৪.৬৬ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরী করা যাতে একজন শিক্ষার্থীর সকল তথ্য ডাটাবেজে লিপিবদ্ধ থাকবে।

CRVS (Civil Registration and Vaital Statistics) এর মৌলিক তথ্য:

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ শিশুকে অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রতিটি শিশুর বিভিন্ন ধরণের তথ্য ধারণ ও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আলোচ্য প্রকল্পে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে একই ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসা। এ ধরণের ব্যবস্থা দুটি ভিন্ন সিস্টেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: ক) সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও খ) ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস।

CRVS এর মূলনীতি:

সবাইকে একই ছবিতে দেখা এবং সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তি করাই হল চূড়ান্ত লক্ষ্য।

লক্ষ্যমাত্রা:

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ২ কোটি ১৭ লক্ষ (বেজলাইন) ও প্রকল্পের ২য় ও ৩য় বছরে নতুন ভর্তিকৃত ৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীর প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও স্কুল, রস্ক স্কুল ও সরকারি-বেসরকারি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি (ইউআইডি) নম্বর প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক পরিচিতি নম্বরের ভিত্তিতে আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা (যেমন: বই সরবরাহ, ভর্তি ও উপবৃত্তি, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি) প্রদান। ধাপে ধাপে এটিকে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ:

- অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের ছবিসহ তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই।
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ ও জেলা-উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা পর্যায়ে (URC) প্রশিক্ষণ ১৩০,০০০ জন।
  (প্রতি স্কুল থেকে একজন সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক)
- মাস্টার ট্রেনার প্রশিক্ষণ ৬০০ জন।
  (প্রতি জেলাপর্যায়ের ১জন এবং উপজেলাপর্যায়ে ১জন)
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জেলা পর্যায়ে (PTI) প্রশিক্ষণ ১৫০০জন।
- সেমিনার/ কনফারেন্স -১টি।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মশালা-৩টি।
- জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা-১টি।
- আঞ্চলিক (বিভাগীয়) পর্যায়ে কর্মশালা-৮টি।
- ফরমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ছবিসহ অনলাইনে এন্ট্রি।
- এন্ট্রিকৃত ডাটা উপজেলা পর্যায়ের অফিসার কর্তৃক ভেরিফিকেশন।
- নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তি (অনলাইনে NID ভেরিফিকেশন/ ভেলিডেশন)।
- লেমিনেটিং আইডি কার্ড প্রিন্টিং ও উপজেলা পর্যায়ে প্রেরণ।

Bangladesh COVID-19 School Sector Response (CSSR) Project

Project Period: July 2020 to June 2022 (One-year time extension is under process)

Objectives of the Project:

The overall objective of the Project is to minimize learning loss of boys and girls, including the most vulnerable groups such as children of hard to reach areas or socio-economically disadvantage groups and children with disabilities, are protected during the emergency response and the system is strengthened as a result of the lessons learned from the COVID-19 response.

The project will have short, medium and long term objectives and focused on the following: (a) Children's safety and learning continuity; (b) Readiness and support for recovery and re-opening in the post-emergency period; and, (c) Building system resilience through learning from the COVID-19 response and sustaining good practices. All three phases will start simultaneously and based on impact continue from starting to 24th month.

Source & Mode of Financing:

Source of Financing	In kind	In Cash		Total (Taka in Lac)	Mode of Financing
		GoB	RPA		
GoB	-	187.00		187.00	Grant
Development Partner- Global Partnership for Education (GPE) through World Bank	-		12653.80	12653.80	Grant
Grand Total				12840.80	

Components of the project:

Component	Sub-Component	Activities
1: Engaging in Systemic Response	1.1: Develop and Disseminate Content to Prevent Learning Loss	To develop 8000 Digital Contents in different prioritized subjects for the TV and 8000 for the different platforms such as TV, Radio, Online and Mobile from Pre-Primary to Class-X.
	1.2: Communication and Outreach	This sub-component will focus on communication and public awareness campaign, reaching out to students, parents, teachers, and communities about the importance of learning continuity health and safety and other pertaining issues amidst shutdown.
	1.3: Development of Safe School Reopening Plan	Safe School Reopening Plan will be implemented in 20,000 selected Government Primary School (GPS) in hard-to reach area. This subcomponent will also inform and complement the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) interventions planned under the project to access to sanitation, hygiene, clean water and hand washing facilities to maintain student and teacher health and avoid potential viral infections.
2: Supporting Education Systems Recovery	2.1: Support Implementation of Safe School Re-Opening Plan	
	2.2: Support Re-enrolment of Pre-primary and Primary Students	This sub-component will focus on tracking and bringing back all the students back to school to resume classroom learning. This activity will support tracking and monitoring children in communities at risk of dropping out and engaging in community outreach to address the most important bottlenecks of re-enrollment and getting back all children to school.
	2.3: Support for Assessment and Learning Recovery	The assessment will be conducted on at least one school per school cluster, focusing especially for schools located on socio-economically disadvantaged and hard-to-reach areas.
3: Building System Resilience	3.1: Continue and Integrate Remote Learning	To develop Digital Contents, 1000 for the TV and 8000 for the different platforms such as TV, Radio, Online and Mobile from Pre-Primary to Class-X.
	3.2: Develop Emergency Operation Procedure	This sub-component will include emergency policy and procedures for continued learning and certification remedial learning, attention to health and safety of students and staff professional development for teachers, streamlined curriculum, leveraging the private sector and mental and psychological support readiness.
4: Project Management, Results Monitoring and Communication	---------	Under this component, the project will create a grievance redress mechanism (GRM), which covers all aspects of the project during implementation.

বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধনী) প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২২ (১ম সংশোধিত)

বরাদ্দ	:	২৮৬৯.১৭ লক্ষ টাকা
জিওবি	:	৩৬৯.৪৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্প সহায়তা (ভারত)	:	২৪৯৯.৭৩ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

- বাংলাদেশের ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের (উপজেলায় ১টি বিদ্যালয়) কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রয়োগের সাথে পরিচিতকরণ এবং পড়ার অভ্যাস বাড়ানো।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখার দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকে আরো ফলপ্রসূ করার সুযোগ সৃষ্টি।
- কম্পিউটারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ।
- নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ভাষার দক্ষতা উন্নত করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বিকাশে সহায়তা।
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

আউটপুট

- বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হবে;
- শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি দক্ষতা এবং ভাষা দক্ষতার বিকাশ ঘটবে;
- শ্রেণিকক্ষে ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীদের জড়িতকরণ জোরদার করা হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পরবর্তী শ্রেণিতে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ও সহজতর হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।

Support to Quality Enhancement in Primary Education Project

প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০২০-জুন ২০২২
মোট প্রকল্প ব্যয় : ৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা (ADB Grant)

'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন' প্রকল্পটি ADB এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- ক্লাশরুম মনিটরিং-এর মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যকারিতা নিশ্চিত বা বৃদ্ধি করা এবং Apps, Software প্রস্তুত ও Digital Device ব্যবহার করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। এই কাযক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৮টি বিভাগের ২১টি জেলাধীন ২৬টি উপজেলা হতে ১২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাইলটিং-এর জন্য অনুমোদিত হয়েছে । এই প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট সেটআপ ও পরামর্শক নিয়োগ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীঘ্রই শুরু হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

৩.০ ভূমিকা:

সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের এ বিশ্বে সাক্ষরতার বিকল্প নেই। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি ততো উন্নত ও ক্ষমতাবান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকার এপ্রিল ২০০৫ এ রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সৃষ্টি করেছে। এটি জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অনেক অবদান রাখছে এবং এর ফলে সংগঠিত পদ্ধতিতে দেশে সাক্ষরতা বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৫.৬%। এখনো দেশের ২৪.৪% মানুষ নিরক্ষর। সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এবছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

৩.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা :

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গত ১৪ এপ্রিল ২০০৫ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

রূপকল্প (Vision)
নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ

অভিলক্ষ্য (Mission)
নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র :

১) মুজিববর্ষের বিশেষ কর্মসূচি: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের (৬৪ জেলা) মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ

২) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উন্নয়ন' বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রণয়ন।

৩) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন)

৪) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন।

৫) লার্নিং সেশন পরিচালনা

৩.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যাবলি: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ধারা-১২ অনুযায়ী)

(ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, অংশীদারি বেসরকারি সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা সংস্থা, উদ্যোগ উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগীতামূলক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত বা আগ্রহী সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি তথ্যভাণ্ডার এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management Information System) এর জন্য যেরূপ তথ্য যে পদ্ধতিতে চাহিবেন সেরূপ তথ্য প্রদান;

(ঙ) বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের সহজ অংশগ্রহণের সুযোগ সম্বলিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;

(চ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

(ছ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন।

৩.৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) :

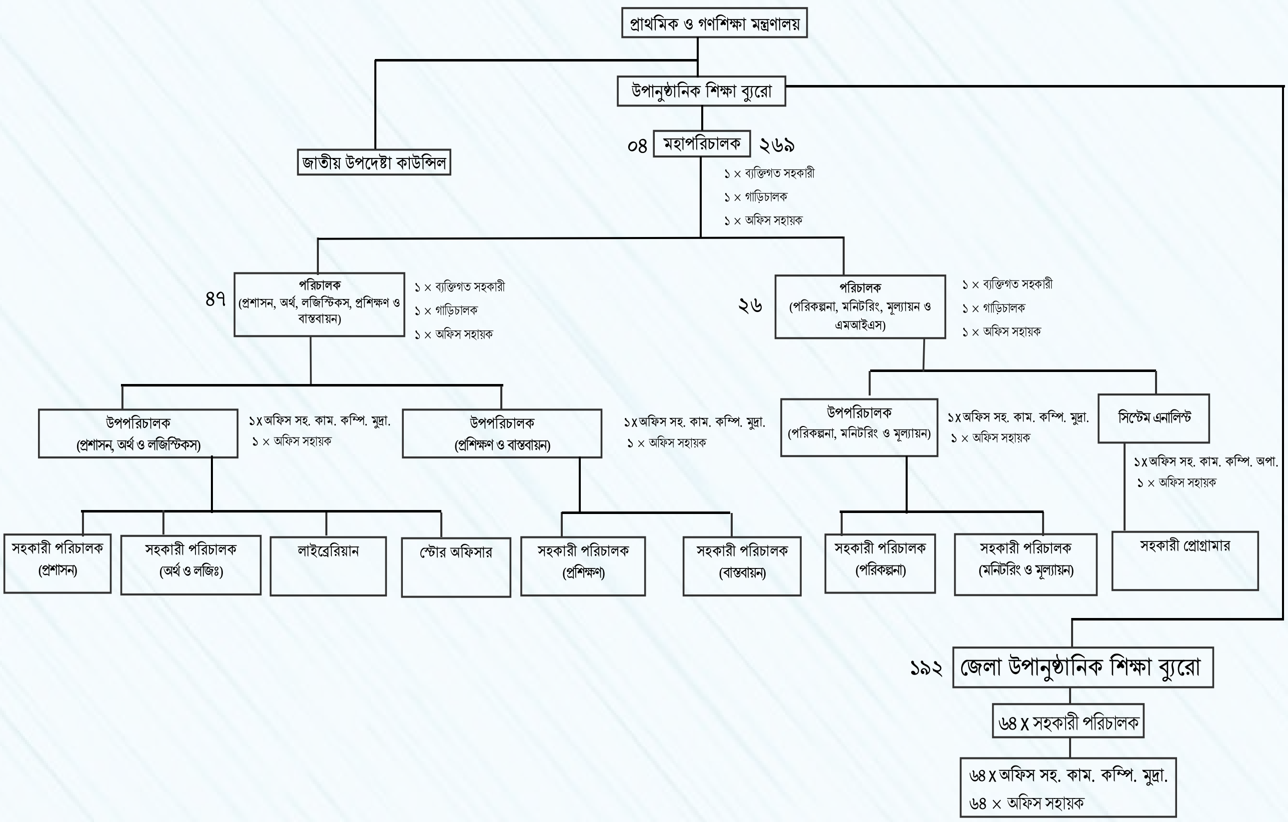

৩.৫ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি:

ক) প্রকল্পের নাম : মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)
Basic Literacy Project (64 Districts)

১.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	
৩.	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত (অনুমোদিত)
	মোট	৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ	৪৫৮৭৭.৫৮ লক্ষ
	জিওবি	৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ	৪৫৮৭৭.৫৮ লক্ষ
৪.	২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়	৩২৪০.৮০ লক্ষ	
৫.	অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদান	
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল :	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত	
৭.	প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলা নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা	

৮.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সি মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা (Life Skills) ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। জাতীয় (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-৭) ও আন্তর্জাতিক (SDG4) পর্যায়ের অঙ্গীকারপূরণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা।	
৯.	প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী	দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।	
১০.	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১ম ধাপ: * ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯৩৩৪টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৬০,০৪০ জন (পুরুষ-১১,৭০,৪৮৯জন+নারী-১১,৮৯,৫৫১ জন) শিক্ষার্থীর পাঠদান সম্পন্ন করা হয়েছে। * শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এসেসমেন্ট এজেন্সি (Third Party) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় ধাপ: * জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। * দ্বিতীয় ধাপের ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি/জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। * জরিপকৃত ও অনুমোদিত ১৫-৪৫ বছর বয়সের মোট নিরক্ষর নারী-পুরুষ সংখ্যা ২৩,০৪,২১৭ জন (পুরুষ ১১,১৫,৫০৫ জন এবং নারী ১১,৮৮,৭১২ জন)। * কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সরকারি নির্দেশনা পেলে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হবে।	
১১.	অর্জন	* ১ম ধাপের সাক্ষরতা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জীবন-যাপনে যে সকল পরিবর্তন দেখা গিয়েছে; * চিঠি লিখতে ও পড়তে পেরেছে; * ছোট ছোট প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ করতে পারে; * মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ আদান-প্রদান করা শিখেছে; * স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুফল জানতে পারে; * নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে; * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে; * মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে; * সামাজিক বা পারিবারিক কলহ হ্রাস পেয়েছে;	

		* নিরাপদ পানি পান করার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে; * জীবন-জীবিকা নির্বাহ পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে; * পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে; * নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে; * বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে জানতে পারে; * পূর্বের চেয়ে প্রত্যেকের পোশাকে পরিবর্তন এসেছে।	

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি এবং সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম

(খ) পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ Out of School Children কার্যক্রম

১) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
৩) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	৩২৬০২৮.০২ লক্ষ
জিওবি (৬৪.৮%)	২০৫৮৯৩.০৪ লক্ষ
আরপিএ (৩৫.২০%	১১১৮৩৪.৯৮ লক্ষ
ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড	৮৩০০.০০ লক্ষ
৪) ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয়	৮৫২২.০০ লক্ষ
৫) অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি এবং আরপিএ) ও ইউনিসেফ প্যারালাল ফান্ড
৬) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩
৭) প্রকল্প এলাকা	দেশের ৬৪ জেলা
৮) প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের (৮-১৪ বছর বয়সি) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ। দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট

২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সি ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৯) সেকেন্ড চান্স এডুকেশনের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী : ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি না হওয়া শিশু)।

১০) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি : ৬টি জেলায় পাইলট কার্যক্রমের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিশুর জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে মাঠ পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে।

৩.৬ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন :

১৫ আগস্ট ২০২০, জাতীয় শোক দিবস পালন:

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে প্রতিবছর প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এদিন ব্যুরোর মূল চত্ত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে আলোচনা ও দোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জেলা পর্যায়েও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ মার্চ, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস পালন:

এবছর অত্যন্ত আনন্দের সাথে জাতির পিতার জন্মদিবস পালন করা হয়েছে। এদিন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়সহ জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যালয়ে জাতির পিতার জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে আলোচনা অনুষ্ঠান, দোয়া-মাহফিল, ব্যানার প্রদর্শনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন:

'Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies' অর্থাৎ 'কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর-২০২০ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে টক শো অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে এবং গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ এর উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির অংশবিশেষ

৩.৭ আর্থিক ব্যবস্থাপনা: (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র রাজস্ব খাত)

২০২০-২১ অর্থবছর	বাজেট (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়	৮৫৮০০	৭৭৪৯৫	বাজেট এবং ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ibas++ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
জেলা কার্যালয়	১৩৫১২৫	১২৬১৬৯	
মোট (প্রধান+জেলা)	২২০৯২৫	২০৩৬৬৪	

৩.৮ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (কোভিড-১৯ সময়কালীনসহ):

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত) মোট ৩১৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় জীবনব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৯ মনিটরিং কার্যক্রম:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের (৬৪ জেলা) কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকগণ এবং ব্যুরোর সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করছে। মনিটরিং প্রতিবেদনের আলোকে চিহ্নিত সমস্যা/অনিয়মসমূহ দ্রুত সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যুরোর বাস্তবায়ন শাখাকে অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক ব্যুরোর বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচি ৬ (ছয়) জেলায় চলমান। ৬ (ছয়) জেলায় চলমান পাইলট কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এছাড়া Specialized Agency হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্মসূচি নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সার-সংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৩.১০ তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নীত করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bd.
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টালে দ'ইনোভেশন' সেবা বক্স নিয়মিত আপডেট করা হয়েছে।
- ইনোভেশন অর্ধবার্ষিক/ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ইনোভেশন এর আওতায় ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজিকরণ করে ওয়েব পোর্টালের ডানদিকে লিংক করা হয়েছে।
- যাবতীয় অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি ওয়েবে প্রকাশ করা হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে নিয়মিত আহবান করা হয়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-লাইব্রেরির এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১১ ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি-৪ এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠির দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৩.১২ জীবন-ব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি (Life Long Learning):

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এ যাবৎ খণ্ডকালীন প্রকল্পনির্ভর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব- সেক্টরে কোনো টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে দীর্ঘমেয়াদি 'জীবনব্যাপী শিক্ষা' কর্মসূচি নামে একটি স্থায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

৪.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমি' নামে এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) হিসাবে এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকারের পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া, নেপ প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় নির্ণয় করতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নেপ দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৬৭টি পিটিআই এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১৮ মাসব্যাপী পেশাগত প্রশিক্ষণ-ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স এবং এক বছর মেয়াদি সি-ইন-এড (সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন) কোর্স পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। নেপ উক্ত কোর্সসমূহের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করাও নেপ এর অন্যতম প্রধান কাজ। বিগত ২০১৯ সাল হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অভিন্ন পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম নেপ কর্তৃক করা হচ্ছে। বর্তমান কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শ্রেণি পাঠদান পরিচালনা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্ধারণী কাজে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক নেপ নিরলসভাবে কাজ করছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

৪.১ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির সাংগঠনিক কাঠামো

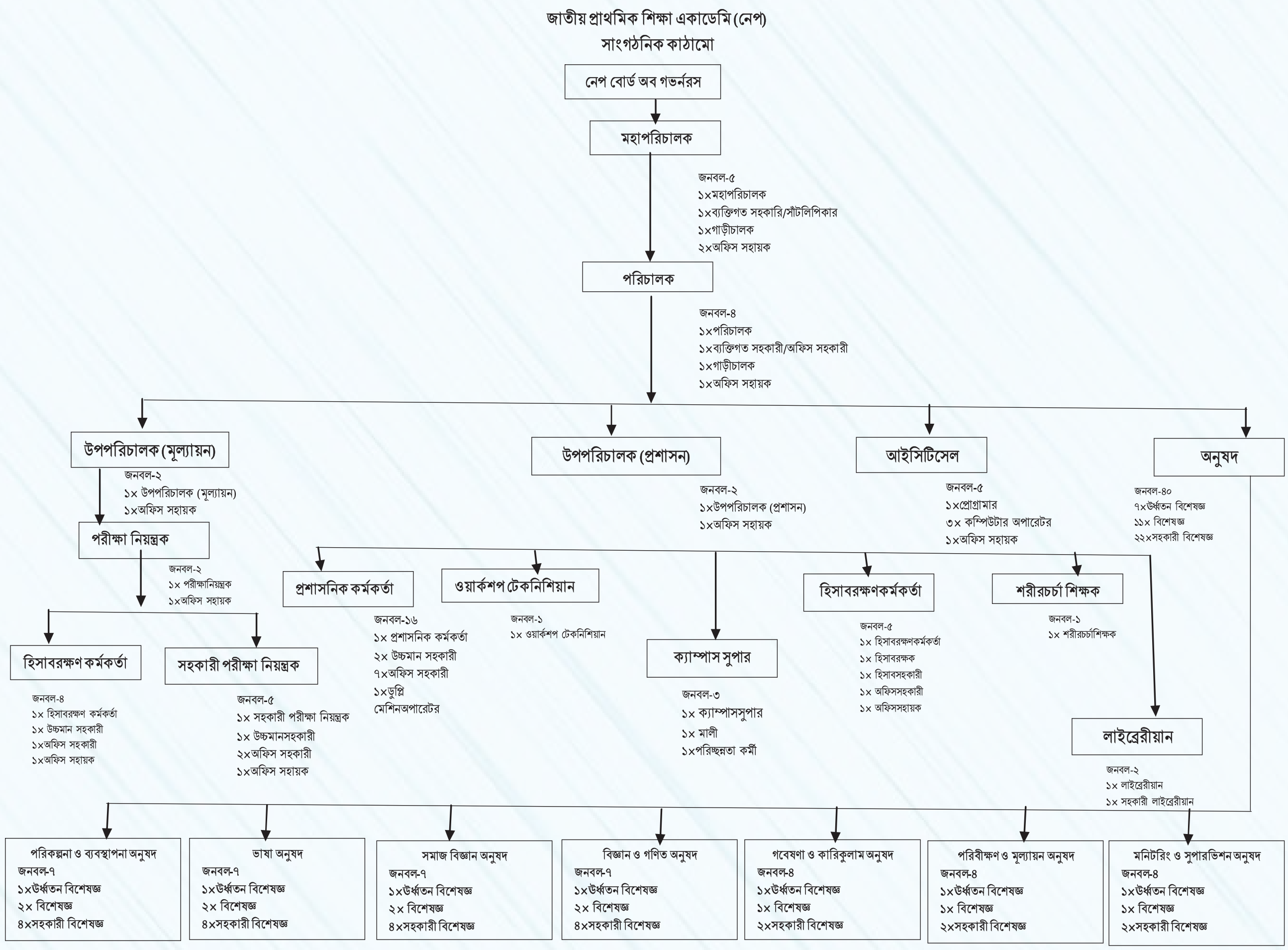

ভিশন (Vision):
মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

মিশন (Mission):
প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

৪.২ নেপ বোর্ড অব গভর্নরস:
নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ফোরাম। সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

৪.৩ নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সিনিয়র সচিব/ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য

১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক (নেপ)	সদস্য সচিব

৪.৪ নেপ-এর কর্মপরিধি:

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
- ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) ও সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা।
- গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে র্কমসূচি গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলনের আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটানো ।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

৪.৫ অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজবিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

৪.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ গৃহীত ও শুরু হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৪.৭ ডিপিএড ও সি-ইন-এড কার্যক্রম:

- ডিপিএড ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট-এ মোট ১৯,৭৪৮ জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনলাইনে তাদের চতুর্থ টার্মের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ডিপিএড ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে দুই শিফটে ১৮,৮৬৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে তাদের শ্রেণি কার্যক্রম চলছে।
- জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২০ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড কোর্সে ২টি সরকারি (মাগুরা, রাজবাড়ী) ও একটি বেসরকারি পিটিআই-এ মোট ২৯৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। ফলাফল তৈরির কাজ চলমান।
- সি-ইন-এড কোর্সে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৬টি সরকারি (রাজবাড়ী, রাজশাহী, রংপুর, পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ও একটি বেসরকারি পিটিআই (হাজী কাশেম আলী)-এ মোট ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনলাইনে তাদের শ্রেণি কার্যক্রম চলমান।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০২২)

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাসের হার	মন্তব্য
১.	জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬০	৯৬%	--
২.	জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	১১১৭৩	৯৭%	--
৩.	জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০১৯	১২১৪৮	১২২২১	১১৮৩৫	৯৬.৮৪%	--
৪.	জানুয়ারি, ২০১৯- জুন, ২০২০	১৪৫৭৫	১৪৭৩১	১৪৪৯৯	৯৮.৪২%	--
৫.	জানুয়ারি, ২০২০- জুন, ২০২১	১৯৭৫৮(অনিয়মিতসহ)	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান আছে			
৬	জানুয়ারি, ২০২১-জুন, ২০২২	১৮৮৬৮	প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে			

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০২২)

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর	উত্তীর্ণ	পাসের হার	মন্তব্য
			সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)			
১.	২০১৫- ২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩%	--
২.	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২%	--
৩.	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮	৫৬৫	৫৬৬	৫৫৮	৯৮.৫৮%	--
৪.	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৫০	৩৫০	৩৩৯	৯৬.৮৫%	--
৫.	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২০	২৯৬	২৯৬			
৬	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২১	৩৫৭	প্রশিক্ষণ কাজ চলমান আছে			

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ডিপিএড প্রশিক্ষণ:

১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৪৭টি পিটিআই এ ডাবল শিফট এবং ২০টি পিটিআই এ এক শিফট ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআইতে ১৮,৮৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। কোভিড-১৯ এর কারণে অনলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলছে।

গবেষণা কার্যক্রম:

(ক) রাজস্ব খাতের আওতায় চলতি অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত দুটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

Effectiveness of ‘Ghore Boshe Shikhi’ Television Programme During Covid-19: Policy, Process and Practice

Role of Training for Teachers’ Professional Development in Primary Education of Bangladesh

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুরোধে UNESCO এর আর্থিক সহায়তায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত তিনটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- Efficacy of Audio Contents of 'Ghore Boshe Shikhi' Radio Programme: A Review
- Students' Learning Progress During Covid-19: A Study on 'Ghore Boshe Shikhi' Radio Programme
- Exploring the User Experiences of "Ghore Bose Shikhi" Radio Programme

৪.৮ এক নজরে নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (২০২০-২০২১) :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	রাজস্ব খাত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			উন্নয়ন খাত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			সর্বমোট
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	২০২০-২০২১	৭০২	১৯৭	৮৯৯	৯৭	২১	১১৮	১০১৭

৪.৯ নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	সময়কাল	পুরুষ	মহিলা	মোট
১.	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫	৩৬	০৪	৪০
২.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের (চলতি দায়িত্ব) দপ্তর ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫	২৭	১৩	৪০
৩.	পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের দপ্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	০৬	৫০	১০	৬০
৪.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৮	৩০	১০	৪০
৫.	পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা) দক্ষতা ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৮	৫০	৩০	৮০
৬.	নেপ জনবলের জন্য আয়োজিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুতবিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪	২৬	০৬	৩২
৭.	পিটিআই কম্পিউটার ইনস্ট্রাক্টর/ইনস্ট্রাক্টর ও কম্পিউটার অপারেটরগণের ডিপিএড সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩	৬৬	০৪	৭০
৮.	ই-লার্নিং কনটেন্ট উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালা	০৪	৩২	০০	৩২
৯.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা (পাঠ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাসহ) প্রস্তুতবিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫	২৫	০৭	৩২
১০.	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের সুশাসন (NIS, APA, GRS, e-filing and Innovation) বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ	০৩	৪৭	২০	৬৭
১১.	নেপ অনুষদবর্গের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলবিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০২	২৬	০৭	৩৩

২০২০-২০২১ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন (Test Item Development) সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন	৬ দিন	৬৭ জন	১২ জন	৭৯ জন
২.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ	৩ দিন	২৩ জন	৭ জন	৩০ জন
৩.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম ইংরেজি ভার্সন	৪ দিন	৫০ জন	১৬ জন	৬৬ জন

৪.১০ প্রকাশনা:

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন ও গবেষণা সম্পাদনের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য 'নেপবার্তা' নামক নিউজলেটার এবং গবেষণামূলক নিবন্ধ সমৃদ্ধ বাৎসরিক জার্নাল 'Primary Education Journal' নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে।

  নেপবার্তা: প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নেপ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে তা জানানোর জন্য 'নেপবার্তা' নামক ষাণ্মাসিক নিউজলেটার নিয়মিত প্রকাশ করে এতে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমসাময়িক প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। নেপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংবাদ, সম্পাদিত গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্তসার, বোর্ড অব গভর্নরস সভার সিদ্ধান্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের খবর, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগসমূহের সংবাদ এতে স্থান পায়। মোটকথা, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'নেপবার্তা'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুটি 'নেপবার্তা' প্রকাশিত হয়েছে।

- বর্তমান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমি' হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'মৌলিক শিক্ষা একাডেমী পত্রিকা' নামে অক্টোবর, ১৯৮১ সালে একটি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'একাডেমী-বার্তা' নামে মাসিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নামে অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২০০৪ সালে নেপ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর সঙ্গে সংগতি রেখে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' ২০০৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা থেকে 'নেপবার্তা' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলমের নির্দেশনা এবং নেপ বোর্ড অব গভর্নর্সের ৩৯তম সভার সিদ্ধান্তে আগামী সংখ্যা থেকে 'নেপবার্তা' আরো বিস্তৃত কলেবরে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমের সংবাদ নিয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা' নামে প্রকাশিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহের একটি সার্বিক চিত্র 'প্রাথমিক শিক্ষাবার্তা'য় প্রতিফলিত হবে।

- **প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল:** বাৎসরিক প্রকাশনা প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

৪.১১ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) মূলত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি), গবেষণা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, মনিটরিং ও মেন্টরিং নেপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিদ্যমান। আর তা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক সরকারকে নীতিনির্ধারণে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নেপ-এর সমাজবিজ্ঞান অনুষদ প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল জেলায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম এবং ঝরেপড়ার হার অধিক সেসব জেলায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০টি কর্মশালা হওয়ার কথা থাকলেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির বিধিনিষেধের কারণে কর্মশালা করা যায়নি।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ব্যবস্থাপনায় সরকারের কর্মসূচির সাথে মিল রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে জাতীয় দিবসগুলো উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্‌যাপিত দিবসগুলো হলো:

১। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২। ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস
৩। ২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
৪। ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস
৫। ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস

৪.১২ মনিটরিং ও সুপারভিশন বিষয়ক

২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে পিটিআইসমূহে সাধারণ ছুটি চলমান থাকায় ডিপিএড ও সি-ইন-বোর্ড শিক্ষার্থীদের অনলাইন শ্রেণি কার্যক্রম মনিটরিং ও সার্বিক তত্ত্বাবধান-এর জন্য ৬৭টি পিটিআই বাংলাদেশের আটটি বিভাগে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও সি-ইন-বোর্ডের সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একেক বিভাগের পিটিআই মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অনলাইনে সংযুক্ত থেকে ক্লাস মনিটরিং করে, শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে পাঠের গুণগতমান বৃদ্ধির বিভিন্ন পরামর্শ দেন। নতুন ১২টি পিটিআই-এ জনবল স্বল্পতা রয়েছে। তা নিয়োগ দেয়া, বিষয়ভিত্তিক ও বিজ্ঞান, কৃষি, চারু ও কারু এবং শরীরচর্চা ইন্সট্রাক্টর নেই। এদের পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। নিয়মিত ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ করতে হবে। আইসিটি নেটওয়ার্ক সবল করতে হবে। ফলে আইসিটি ক্লাসের সুবিধা বাড়বে। পিটিআইগুলোতে ২০২০-২০২১ সেশনের শিক্ষার্থীদের ডিপিএড ভাইভা পরীক্ষা অনলাইনের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৪.১৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

- সেবার মান উন্নততর করতে ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর ডিপিএড কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাস ও প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পিটিআইসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে; এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্তঃপিটিআই বদলি অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

৪.১৪ উপসংহার:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অর্থাৎ মার্চ ২০২০ থেকেই শুরু হয় বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে দেখা দেয় কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ডিজিজ ২০১৯ এবং বর্তমানেও এ মহামারির ভয়াবহ সংক্রমণ চলছে। এ রোগে আক্রান্ত হয় বিশ্বব্যাপী তেইশ কোটিরও বেশি মানুষ । বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এ রোগে প্রায় সাতচল্লিশ লক্ষের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সারাবিশ্বের সাথে আমাদের বাংলাদেশেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে, বাদ যায়নি প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা; যা দীর্ঘ ছুটির কবলে পড়েছে। এতকিছুর মধ্যেও নেপ সরকার নির্দেশিত ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তবে আশার কথা করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমে আসায় বর্তমান সরকার দীর্ঘ প্রায় ১৮ মাস বন্ধ থাকার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান পরিচালিত হচ্ছে।

নেপ গবেষণালব্ধ তথ্যউপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তুলছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণসমূহ অনলাইন ও ফেস টু ফেস উভয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে (কোভিড-১৯ এর নিয়ন্ত্রণ বিবেচনায়) ফেস টু ফেস পদ্ধতিতে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

৫.০ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা:

বিগত ০২/০৭/১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে 'পথকলি ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট' নামকরণ করা হয়।

৫.১ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) ভাগ্যাহত, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুবিধার্থে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

৫.২ ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার সুবিধার্থে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী- ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকারবলে) এবং অন্যান্য চারজন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৫.৩ ট্রাস্টের জনবল:

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিদ্যামান।

৫.৪ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ:

(ক) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়: ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে অনুমোদিত ৯টি (কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা-নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর-মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও উপশহর-যশোর) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়সমূহে ৩২,৬৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

(খ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা: ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৫৮ জন শিক্ষক ও ২১৬ জন কর্মচারীসহ মোট ১১৭৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

(গ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৩টি নিজস্ব ভবনে, ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে, ৩৫টি ভাড়া ভবনে এবং ১৪টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিভাগভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা :

ক্রমিক	বিভাগের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১	ঢাকা	৬৫
২	ময়মনসিংহ	১৪
৩	বরিশাল	২৫
৪	চট্টগ্রাম	১১
৫	সিলেট	০৫
৬	রাজশাহী	২২
৭	রংপুর	৪৭ (মহামান্য হাইকোর্টে রিট নং-৬৮৬/২০১৭ দায়ের হওয়ায় বর্তমানে একটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নাই।)
৮	খুলনা	১৬
		২০৫

৫.৫ ট্রাস্ট বৃত্তি কার্যক্রম:

(ক) প্রতিবছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিসুবিধা ভোগ করে থাকে।

(খ) মেধা কোটায় মাসিক ৭০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় মাসিক ৬০০ টাকা হারে বৃত্তির অর্থ তাদের অভিভাবকের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৬ সমাপনী পরীক্ষা:

(ক) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.৭ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টভুক্ত ২০৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বান্দরবান জেলা, রাঙ্গামাটি জেলা ও ঢাকা মহানগরীর ২৫টিসহ মোট ২৭টি বিদ্যালয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় ১১ সদস্যবিশিষ্ট বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি দ্বারা এবং অবশিষ্ট ১৭৮টি বিদ্যালয়ে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ ৮ সদস্যের বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৫.৮ ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ:

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার মেরামত, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয়সমূহের মাসিক আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানো হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

৫.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

৫.১০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ট্রাস্টের কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ, গরিব ও পথশিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(২) করোনাকালে সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বসে পাঠ গ্রহণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(৩) সকল শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ, গুগল মিটে অংশগ্রহণকরণের মাধ্যমে করোনাজনিত বিদ্যালয় বন্ধকালীন পাঠগ্রহণ কার্যক্রমে সহযোগিতাকরণ;

(৪) 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(৫) 'শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহকরণ;

(৮) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে (হিসাবরক্ষক) পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;

(৯) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তর ও শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রাখা;

(১০) 'শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নীতিমালা ২০২০' প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত;

(১১) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;

(১২) সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন;

(১৪) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকরত শিক্ষকদের ১৩তম গ্রেড বাস্তবায়ন;

(১৫) করোনাকালীন বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রম চলমান এবং মনিটরিংকরণ;

(১৬) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্নকরণ;
(১৭) শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মধ্যে কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.১১ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম:

(১) ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ২০২০ সালের বৃত্তির অর্থ ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তির অর্থ ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিশোধ করা হবে।
(২) কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২১ সালের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম বৃত্তি স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.১২ সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি:

ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় মাসিক ১৫০ টাকা হারে উপবৃত্তি (বার্ষিক পোশাকভাতাসহ) সুবিধা ভোগ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে উপবৃত্তির সুবিধাভোগকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,১৫০ জন।

৫.১৩ অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	ভ্যাট (৬% ও ৭.৫%)	সর্বমোট (ভ্যাটসহ)	মন্তব্য
১.০	সেমি পাকা ভবন নির্মাণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ/পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত কার্যক্রম	০৬	২২.০০	১.৩২	২৩.৩২	
২.০	আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ	০৬	৩.০৫	০.২২৮৭৫	৩.২৭৮৭৫	
		সর্বমোট	২৫.০৫	১.৫৪৮৭৫	২৬.৫৯৮৭৫	

৫.১৪ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

১.১ : ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল : ২৫,৮১,৭৫,৯১৮.১৭/-
১.২ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ১,৫৩,৭০,৪৩৯/-
১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় : ৫৪,২৪,১৬৩/-

২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল : ১৪,১৮,৩৭,৩৬৬/-
২.২ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৩২,৩০,০০০/-
২.৩ : মূলধন তহবিলের মুনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয় : ৩২,২৯,২০০/-

৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

৩.১ : সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৭,৫০,০০,০০০/-
৩.২ : বাজেটের ব্যয় : ৩৪,৩৫,৭৮,০০০/-

৫.১৫ শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

(১) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েবসাইট সার্বক্ষণিক হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।
(২) প্রশিক্ষণ প্রদান: দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ই-নথি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ সরকারি পিটিআই এর মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও ডিপিএড/সিইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
(৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা: ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ০১/০৪/২০২১ তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৭১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(৫) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

৬.০ ভূমিকা: সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাস করা হয়। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ২১/০৮/১৯৯০ তারিখে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ/সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ০১/১১/১৯৯২ তারিখে এর নামকরণ করা হয় 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট'। এ ইউনিটটি বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে।

৬.১ উদ্দেশ্য: প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এ ইউনিটের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ০১/০১/২০১৩ তারিখের পূর্বে জাতীয়করণকৃত ২৩,৭৩৪টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় এমপিওভুক্তিকরণসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের কাজটি এ ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন করা হতো।

৬.২ জনবল:

অনুমোদিত জনবলের বিবরণ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১৩ জন
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	০১ জন
৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১৯ জন
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২২ জন
মোট	৫৫ জন

৬.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত জনবলের বিবরণ	কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
০১	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১৩
০২	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	০১
০৩	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১৯
০৪	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২২
		মোট: ৫৫ জন

১) **বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত:** বেসরকারি কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে ০১/০১/২০১৩ তারিখ হতে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পূর্বে এ সকল বিদ্যালয়ে এমপিভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত/পদত্যাগকারী/মৃত্যুবরণকারী ১৫ জন শিক্ষকের এককালীন আর্থিক সুবিধা বাবদ অর্থের পরিমাণ ১৭,৯৮,১৭০/- (সতেরো লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২) **মামলা সংক্রান্ত:** ০১/০১/২০১৩ তারিখ ২৩,৭৩৪টি এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সরকারকে বিবাদী করে বর্তমানে মোট ৮৬টি রিট মামলা চলমান রয়েছে।

৩) **মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন:** ঝরে পড়া রোধসহ মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক ৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ১৬টি উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

৪) **প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন:** প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ এর ডিপিপি'র অধ্যায় ৩ এর ১.২২(৩) এ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটকে রূপান্তর করে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড আইন ২০২০ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বোর্ড স্থাপনের পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৬.৪ অর্গানোগ্রাম :

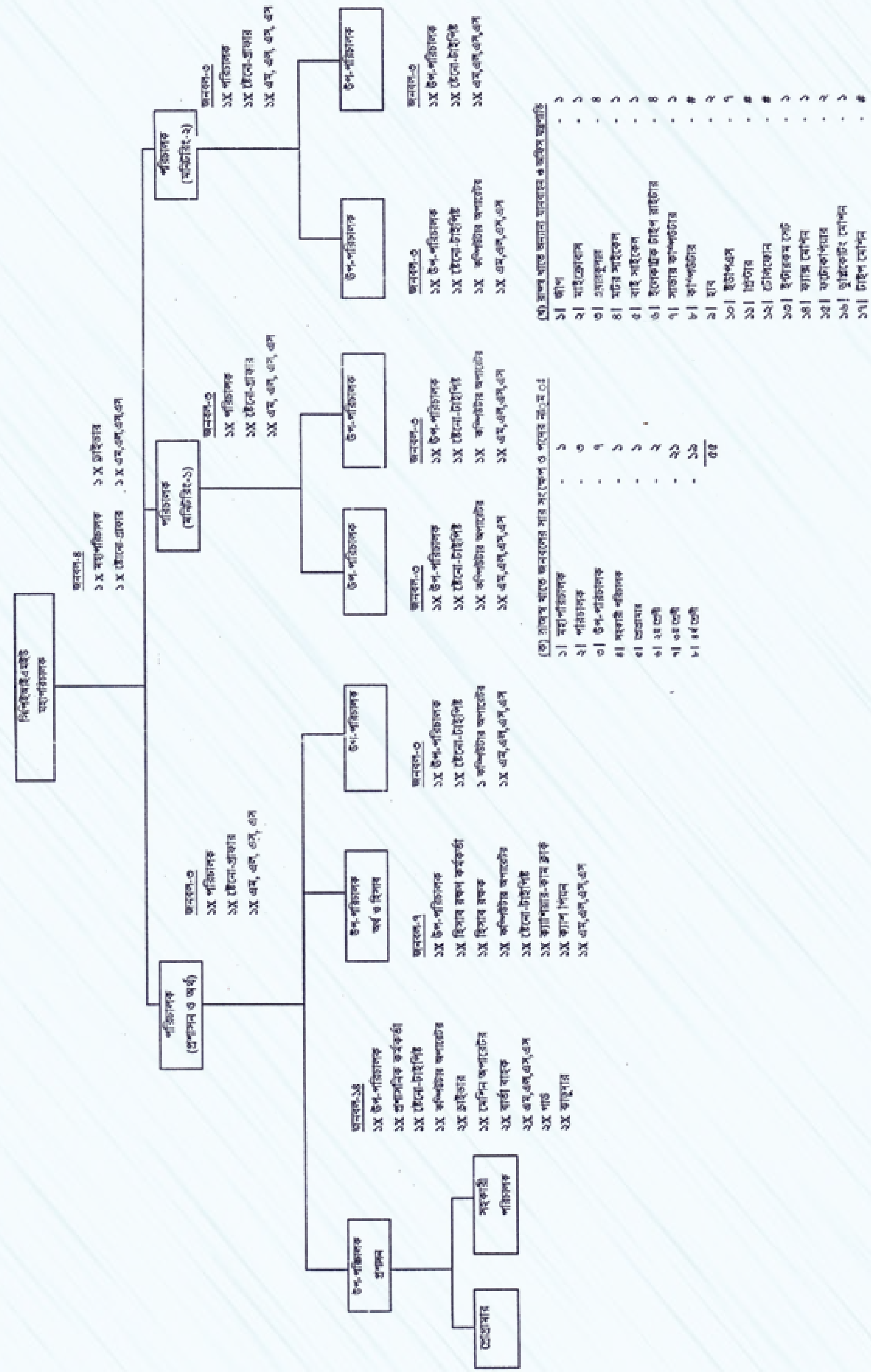

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটি

১.	**জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন** অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	**মিজ্ শাহনাজ সামাদ** যুগ্মসচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	**জনাব মোঃ আশরাফুজ্জমান** যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	**জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান** যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	**ড. মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী** উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	**মিজ্ মুর্শিদা বেগম** সিস্টেম এনালিস্ট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
৭.	**মীর মোঃ আরিফুর রহমান** বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি	সদস্য
৮.	**জনাব মোঃ সানাউল্লাহ** উপপরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য
৯.	**জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ভূঁঞা** উপপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য
১০.	**জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান** জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	**মিজ্ ফারহানা হক** উপসচিব (সমন্বয় ও মনিটরিং), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব